প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৮ ❖ ১ - ৭ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ও
বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

৫৯তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস - ২০২৫

মূলসুর: তোমাদের হৃদয়ের আশা নম্রতার সাথে সহভাগিতা কর

যোগাযোগ হোক আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ

প্রয়াত জন ডি'কস্তা
জন্ম: ২ মে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মহাখালী, ঢাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

প্রিয় দাদু,

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর চলে গেল। ফিরে এলো সেই স্মৃতিময়, শোকাহত স্মরণীয় দিনটি, যেদিন তুমি ইহজগতের সমস্ত স্নেহ ও মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।

তোমার সেই স্মৃতিময় দিনগুলো আজও আমাদের কাঁদায়। স্বর্গধাম হতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো দাদু। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায় –

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –
নাতী: দূর্লভ ও দর্পণ ডি'কস্তা
বড় ছেলে-ছেলে বউ: টিটু ও জুঁই ডি'কস্তা
মহাখালী, ঢাকা

নাত্‌নী: গ্রেস ও এন্‌জেল ডি'কস্তা
ছোট ছেলে - ছেলে বউ: লিটু ও লীনা ডি'কস্তা
টরন্টো, কানাডা
সহধর্মিনী: আন্না ডি'কস্তা

বিজ্ঞ/১০৮/২৫

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় জুলিয়ান গমেজ
জন্ম: ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১লা জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পিতা: মৃত বেনেডিক্ট গমেজ
মাতা: মৃত তেরেজা গমেজ
গোপাল মাদ্দর বাড়ী
নতুন তুইতাল, নবাবগঞ্জ-ঢাকা।

শান্তি মহা শান্তি মাঝে তুমি আছ,
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ।

দেখতে দেখতে দুইটি বছর পার হয়ে আবার এলো সেই বেদনা বিদুর দিনটি। ১লা জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, যেদিন তুমি আমাদের প্রত্যেককে কাঁদিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরম পিতার ডাকে ঐশ্যরাজ্যে চলে গিয়েছ। তোমার অভাব ও শূন্যতা প্রতিক্ষণে আমাদের দুঃখ দেয়। জুলিয়ান গমেজ ছিলেন একজন সৎ, সহজ সরল, হাসিখুশি, দায়িত্ববান, নিষ্ঠাবান এবং পরোপকারী মানুষ। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের প্রত্যেককে আর্শীবাদ করো আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ নিয়ে পথ চলতে পারি। প্রার্থনা করি পিতা পরমেশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি ও বিশ্রাম প্রদান করুন।

তোমারই ভালবাসার ও স্নেহধন্য পরিবার
স্ত্রী: শান্তি গমেজ
ছেলে ও বৌমা: সঞ্জিত-স্মৃতি, অভিজিৎ-লাভলী, বাবু-নিপা ও রকি।
নাতি-নাতনী: শেন-স্যান্ড্রা, এ্যাজাম-এ্যাগনেশ।

বিজ্ঞ/১০৯/২৫

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৮
০১ জুন - ০৭ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৮ জ্যৈষ্ঠ - ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

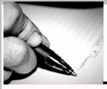

সম্পাদকীয়

শুধু কথা ও যোগাযোগের নিরস্ত্রীকরণ নয়, চাই হৃদয়ের আশার নম্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ যোগাযোগ

আজকের বিশ্বে আমরা ক্রমশ এক বৈচিত্র্যময়, মতবিরোধপূর্ণ ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে বসবাস করছি, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিক সংযোগের ঘাটতিও প্রকট হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে 'নম্রতা', 'হৃদয়ের আশা' এবং 'যোগাযোগের নিরস্ত্রীকরণ' - এই তিনটি বিষয় আমাদের সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ককে পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে যোগাযোগের মাধ্যম যেমন সহজতর হয়েছে, তেমনি মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি যেন দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা জনসম্মুখে কথা বলার ধরনে, আমরা ক্রমাগত এক ধরনের 'নিরস্ত্রীকরণ'-এর প্রবণতা দেখছি - যেখানে ভাষার সৌন্দর্য, ভদ্রতা, এবং অন্যের প্রতি সম্মানবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

'নিরস্ত্রীকরণ' বলতে বোঝানো হচ্ছে, কথাবার্তায় এমন একটি ভঙ্গি গ্রহণ করা, যেখানে ব্যক্তিগত আবেগ, সহানুভূতি, এবং শ্রদ্ধাবোধ অনুপস্থিত। এটি কখনো খুব রোবোটিক বা অতি নিরপেক্ষ মনে হতে পারে, আবার কখনো অবজ্ঞাসূচক বা বিদ্রূপাত্মকও হয়ে উঠতে পারে। এর ফলস্বরূপ, কথোপকথন হয়ে পড়ে শুষ্ক এবং সম্পর্ক গড়ার বদলে সম্পর্ক নষ্টকারী।

কথা বা ভাষা, যা মানব সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যম, আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই ঘৃণা, বিভেদ ও সহিংসতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একইভাবে ডিজিটাল যুগে যোগাযোগের মাধ্যম যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো কখনো কখনো অপপ্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। তাই বর্তমান সময়ে কথার নিরস্ত্রীকরণও বিশেষ প্রয়োজন। এই নিরস্ত্রীকরণ মানে শুধু আইনগত বা কারিগরি পদক্ষেপ নয়; এটি একটি চেতনার রূপান্তর। আমাদের কথাবার্তা, মতপ্রকাশ ও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের ধরনে নৈতিকতা, সহনশীলতা ও মানবিকতা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। বাক্-স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ হলেও, তার অপব্যবহার সমাজে বিভ্রান্তি, বিদ্বেষ ও সহিংসতার জন্ম দেয়। আমরা যেভাবে কথা বলি, লেখি বা অনলাইনে মত প্রকাশ করি - তা যদি হয় ক্ষত সৃষ্টির অস্ত্র, তবে তা সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করবেই। যোগাযোগের নিরস্ত্রীকরণ মানে হলো কথোপকথনকে এমন একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া, যেখানে উত্তেজনা নয়, বরং বোঝাপড়া সৃষ্টি হয়। মতপার্থক্য থাকবে, কিন্তু তার প্রকাশ যেন হয় মানবিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে। মানবিক যোগাযোগকারী হয়ে ওঠার জন্যই বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে প্রতিবছর বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বাণী দেন পোপ মহোদয়। প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ বছরের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বাণীর প্রতিপাদ্য করেছেন: তোমাদের হৃদয়ের আশা নম্রতার সাথে সহভাগিতা কর (১ পিতর ৩:১৫-১৬)।

নম্রতা হলো অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা। আজ আমরা প্রায়শই এমন এক যান্ত্রিক ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করি, যেখানে জোরালো ও উচ্চকণ্ঠ মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ, নম্রতা আমাদের শেখায় - শ্রবণই হলো প্রকৃত বোঝাপড়ার প্রথম ধাপ। মণ্ডলীর যোগাযোগ ধারায়ও শ্রবণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে সে শ্রবণ হতে হবে আন্তরিক ও মনোযোগের সহিত। পারস্পরিক শ্রবণের মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের আশা ও বিশ্বাস সহভাগিতা করার সুযোগ পাই। আর মানবিক সম্পর্কের ভিত শক্ত হয় আশা ও বিশ্বাসের উপর। কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক তখনই সার্থক হয়, যখন তার ভেতর থাকে হৃদয়ের সত্যতা অর্থাৎ আস্থা, দয়া ও মমতা। সংকটপূর্ণ সময়ে কেউ যদি কেবল যুক্তি ও ভাষণের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামলাতে চায়, তা অনেক সময় যথেষ্ট নয়। হৃদয়ের আশা সেই অতিরিক্ত শক্তি, যা আমাদের বন্ধনকে ভাঙনের মুখ থেকেও ফিরিয়ে আনতে পারে।

আমরা আশা করি পরিবার, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগে একটি ইতিবাচক, সহনশীল এবং তথ্যভিত্তিক যোগাযোগ সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু মতভেদ কখনোই মনভেদে পরিণত হওয়া উচিত হবে না। আমাদের প্রতিটি কথা ও বার্তা যেন হয় নম্রতা ও দায়িত্বশীলতার প্রতিচ্ছবি, যা মিলন, একতা ও শান্তি স্থাপনে সহায়ক হবে। †

তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন, এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। (লুক ২৪:৫১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

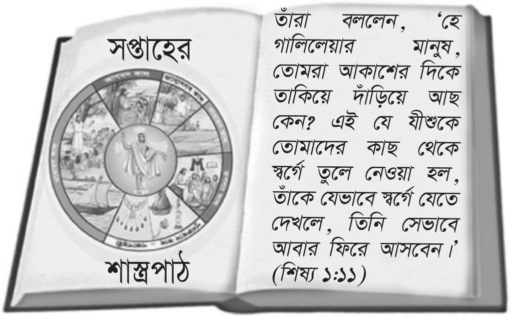

তাঁরা বললেন, ‘হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যীশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।’ (শিষ্য ১:১১)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০১ জুন - ০৭ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০১ জুন, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম রবিবার
প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ, *মহাপর্ব*
শিষ্য ১: ১-১১, সাম ৪৭: ১-২, ৫-৮, হিব্রু ৯: ২৪-২৮---১০: ১৯-২৩, লুক ২৪: ৪৬-৫৩ (*বিশ্ব যোগাযোগ দিবস)*

০২ জুন, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ
সাধু মার্সেলিনুস ও পিতর, ধর্মশহীদ
শিষ্য ১৯: ১-৮, সাম ৬৮: ১-৬, যোহন ১৬: ২৯-৩৩

০৩ জুন, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ
সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা এবং **সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ**, *স্মরণদিবস*
শিষ্য ২০: ১৭-২৭, সাম ৬৮: ৯-১০, ১৯-২০, যোহন ১৭: ১-১১ক

০৪ জুন, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ
শিষ্য ২০: ২৮-৩৮, সাম ৬৮: ২৮-২৯, ৩২-৩৫, যোহন ১৭: ১১খ-১৯

০৫ জুন, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ
সাধু বনিফাস, বিশপ ও ধর্মশহীদ, *স্মরণ দিবস*
শিষ্য ২২: ৩০; ২৩: ৬-১১, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১১, যোহন ১৭: ২০-২৬

০৬ জুন, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ
সাধু নরবার্ট, *বিশপ*
শিষ্য ২৫: ১৩খ-২১, সাম ১০৩: ১-২, ১১-১২, ১৯-২০কখ, যোহন ২১: ১৫-১৯

০৭ জুন, শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ
শিষ্য ২৮: ১৬-২০, ৩০-৩১, সাম ১১: ৪-৫, ৭, যোহন ২১: ২০-২৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০১ জুন, রবিবার
+ ১৯৯১ ফা. কার্লো মেনাপাচে, পিমে

০২ জুন, সোমবার
+ ১৯২৮ বিশপ সান্তিনো তাভেজ্জা, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৫ সি. ভিনসেন্সা মন্ডল, সিআইসি (দিনাজপুর)

০৩ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৯ সি. ফ্রান্সেস্কা তাঞ্জি, এসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রা. রবার্ট বেলারমিন হোগ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রা. যোসেফ লিয়ন, সিএসসি

০৪ জুন, বুধবার
+ ১৯৮০ মন্সিনিয়র মাইকেল ডি' কস্তা (ঢাকা)

০৫ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫১ ফা. ভিত্তোরিও পেলেগ্রিনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭০ ব্রা. ভিক্টর এক্কা (দিনাজপুর)

০৬ জুন, শুক্রবার
+ ১৯২৪ সি. এম. এলজিয়ার, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফা. জুসেপ্পে জিত্তি, এসএক্স (খুলনা)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

১৯৫৫ “ঐশ ও প্রাকৃতিক” বিধান মানুষকে সেই পথ দেখায় যা অনুসরণ ক’রে মানুষ মঙ্গল সাধন করবে ও তার লক্ষ্য অর্জন করবে। প্রাকৃতিক বিধান সেই প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় আজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করে যা নৈতিক জীবন পরিচালিত করে। এ বিধান ঈশ্বরকে লাভ করার বাসনা ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের সঙ্গে সংযুক্ত, কেননা তিনিই সকল ভালোর উৎস এবং বিচারক; তাছাড়া অপর ব্যক্তিও যে আপন সমপর্যায়েরই ব্যক্তি সেই বোধের সঙ্গে সংযুক্ত। এ বিধানের মৌলিক কর্মবিধিগুলো প্রকাশিত হয়েছে দশ-আজ্ঞার মধ্যে। এ বিধানকে “প্রাকৃতিক” বলা হয় অন্য সকল বিচারবুদ্ধিশূন্য প্রাণীজীবের প্রকৃতির প্রতি নির্দেশ করে নয়; বরং বিচারবুদ্ধিই হচ্ছে মানবপ্রকৃতি, যা যথার্থ বিধান প্রণয়ন করে:

আমরা যাকে আলো, অর্থাৎ সত্যের গ্রন্থ বলি সেখানে ছাড়া আর কোথায় এ বিধান লেখা রয়েছে? সেখানেই লেখা রয়েছে সকল ন্যায় বিধান; সেখান থেকেই বিধান প্রবেশ করে সেই ব্যক্তির অন্তরে যে তার ফলে ন্যায় আচরণ করে; এই প্রবেশ কোন স্থানান্তর নয়, বরং এ যেন সেই সীলমোহর মুদ্রণকারী আংটির মত, যা মোমের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে ছাপ রেখে যায়, কিন্তু আংটি থেকে শীলমোহরটি বিচ্যুত হয় না।

প্রাকৃতিক বিধান আমাদের মধ্যে ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত জ্ঞানের আলো ব্যতীত আর কিছুই নয়; এর দ্বারা আমরা জানতে পারি আমাদের কী করা উচিত ও কী বর্জন করে চলা উচিত। সৃষ্টির সময়েই ঈশ্বর এই আলো বা বিধান দান করেছেন।

১৯৫৬ প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যেক মানুষের অন্তরে স্থিত ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; আজ্ঞার দিক থেকে তা সার্বজনীন ও কর্তৃত্বের দিক থেকে সর্বমানবব্যাপী। এই বিধান ব্যক্তির মর্যাদা ব্যক্ত করে ও তার মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যগুলোর ভিত্তি নিরূপণ করে:

কারণ একটি সত্য বিধান আছে: তা হলো সঠিক বিচারবুদ্ধি। এ বিধান মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সর্বমানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং তা অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত; এর আজ্ঞাসমূহ কর্তব্যের প্রতি আহ্বান জানায়; এর নিষেধাজ্ঞাসমূহ অপরাধ থেকে বিরত রাখে...। এ বিধানের স্থান পরিপন্থী কোন বিধান দখল করে নিলে তা পবিত্র বস্তুর অবমাননারই সামিল; এ বিধানের কোন নিয়ম প্রয়োগে মানুষের অবহেলা করা নিষিদ্ধ; কেউ তা পুরোভাবে বাতিলও করতে পারে না।

১৯৫৭ প্রাকৃতিক বিধান প্রয়োগে বিভিন্নতা রয়েছে; স্থান, কাল, ও অবস্থা অনুসারে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ বিধান চিন্তা-ভাবনা করার দাবী রাখতে পারে। তা সত্ত্বেও, প্রাকৃতিক বিধান কৃষ্টির বিভিন্নতার মধ্যে সেই নীতি হিসেবে কাজ করে যা মানুষকে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে এবং নানা অপরিহার্য বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর কিছু সাধারণ নীতিসমূহ আরোপ করে।

১৯৫৮ ইতিহাসের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও প্রাকৃতিক বিধান অপরিবর্তনীয় এব স্থায়ী; ধারণা ও প্রচলনের পরিবর্তনের মধ্যেও এই বিধান অস্তিত্বমান থাকে ও তাদের অগ্রগতিতে সহায়তা দান করে। যে সব নিয়মবিধি তা প্রকাশ করে সেগুলো প্রায় মূলগতভাবে বৈধই থেকে যায়। এমনকি এ বিধানে মূলনীতিগুলো যখন প্রত্যাখান করা হয়, তখনও তা মানুষের অন্তর থেকে ধ্বংস হয় না বা মুছে ফেলা যায় না। সর্বদাই তা বারবার ব্যক্তি ও সমাজজীবনে জাগ্রত হয়ে ওঠে:

চৌর্যবৃত্তি নিঃসন্দেহে, হে প্রভু, তোমার বিধানে শাস্তি পায়, এবং যে বিধান মানুষের অন্তরে লেখা রয়েছে, যা কোন পাপ মুছে ফেলতে পারেনা, সে বিধানেও তার শাস্তি হয়।

৫৯তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

“তোমাদের হৃদয়ের আশা নম্রতার সাথে সহভাগিতা কর” (১ পিতর ৩:১৫-১৬)

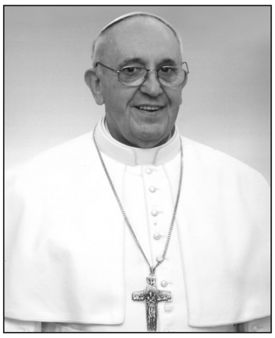

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আমাদের, বর্তমান সময়ে, অপপ্রচার ও মেরুকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাত্ত ও তথ্যের বিশাল ভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করে কেউ কেউ ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তোমরা সংবাদকর্মী ও যোগাযোগকারীরা যারা এই সম্বন্ধে সচেতন তোমাদেরকে আমি বলতে চাই তোমাদের কাজ আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। বস্তুতপক্ষে যোগাযোগের কেন্দ্রে জনগণের প্রতি তোমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের সাহসী প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই সমস্যাযুক্ত সময়ে অনুগ্রহের মুহূর্তরূপে এই বছর জুবিলী উদ্‌যাপনে আমার চিন্তা-বাণীতে তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি ‘আশার যোগাযোগকারী’ হতে, মঙ্গলসমাচারের মনোভাবে তোমাদের কাজ ও মিশন নবায়ন করা শুরু করতে।

নিরস্ত্রীকরণ যোগাযোগ

বর্তমানে গণমাধ্যম প্রায়ই আশার বাণী না শুনিয়ে, ভয় ও হতাশা, কুসংস্কার, বিরক্তি, ধর্মান্ধতা, এমনকি ঘৃণার জন্ম দেয়। সবকিছু প্রায়শই সহজাত প্রতিক্রিয়া জাগানোর বাস্তবতা সহজ করে তোলে। তা করতে অনেক সময় ক্ষুরধার শব্দ ব্যবহার করে; যোগাযোগের মাধ্যমগুলো মিথ্যা ও শৈল্পিকভাবে বিকৃত তথ্য ব্যবহার করে জনগণকে উত্তেজিত ও উস্কে দেয় এবং আঘাত করে। কতিপয় স্থানে, আমি যোগাযোগকে ‘নিরস্ত্রীকরণ’ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছি এবং তা যেনো আক্রমণাত্মক না হয়ে পরিশুদ্ধ হয় সে বিষয়ে বলেছি। কারণ এই ধরণের যোগাযোগ কখনোই বাস্তবতাকে সাহায্য করে না। আমরা সবাই দেখি, কিভাবে টেলিভিশন টকশো থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যমে মৌখিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা, বিরোধিতা, আধিপত্য বিস্তার, অনধিকার চর্চা এবং জনমতের হেরফেরগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

অন্য একটি উদ্বেগজনক ঘটনা রয়েছে: যা আমরা ‘মনোযোগের প্রোগ্রামযুক্ত বিচ্ছুরণ’ বলতে পারি যা ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাজারের যুক্তি অনুসারে প্রোফাইলিং করে, বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করে। ফলশ্রুতিতে, আমরা সাক্ষ্য দেই প্রায় অসহায়ভাবে, স্বার্থের পরমানুকরণ যা শেষ হয় সমাজ হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিকে অবমূল্যায়নে, সাধারণ কল্যাণের সাধনায় যোগ দিতে আমাদের সামর্থতায়, অন্যের কথা শোনা ও অন্যের মতামত বুঝতে।

‘শত্রু’ সনাক্ত করে আঘাত করা আত্মপ্রতিষ্ঠা করার অবিচ্ছেদ্যরূপে প্রতিভাত হয়। তথাপি, যখন অন্যেরা আমাদের ‘শত্রুতে’ পরিণত হয়, আমরা তাদের স্বতন্ত্রতা ও মর্যাদা অবজ্ঞা করি তাদেরকে উপহাস ও ঠাট্টা করার জন্য, এভাবে আমরাও আশা সৃষ্টির সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলি। ঠিক যেমন ডন তনিনো বেল্লো (Don Tonino Bello) পর্যবেক্ষণ করেন যে, সকল দ্বিধা-বিরোধ ‘শুরু হয় যখন স্বতন্ত্র মুখগুলো দ্রবীভূত ও অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ধরণের চিন্তাধারায় আমাদের আত্মসমর্পণ করা ঠিক নয়।

আশা, বস্তুতপক্ষে, সহজ বিষয় নয় ফরাসি লেখক ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক জর্জেস বার্নানোস বলেছিলেন, “কেবলমাত্র তারাই আশা করতে সক্ষম যারা মায়া ও মিথ্যাকে অস্বীকার করতে পারে”। আশা একটি ঝুঁকি, যা অবশ্যই নিতে হবে। এটি ঝুঁকিগুলোর ঝুঁকি (২)। আশা লুকায়িত গুণ, যা দৃঢ় ও ধৈর্যপূর্ণ। খ্রিস্টানদের জন্য আশা বিকল্প নয়, বরং প্রয়োজনীয় একটি শর্ত। পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট তার Spes Salvi (আশার পরিত্রাণ) প্রৈরিতিক পত্রে বলেন, আশা নেতিবাচক নয়, বরং ইতিবাচক ও কর্মক্ষম। কর্মক্ষম গুণটি আমাদের জীবন পরিবর্তনে সক্ষম। যার আশা আছে সে ভিন্নভাবে বাস করে; যে আশা করে তাকে নতুন জীবনের দান দেওয়া হয়েছে (নং ২)।

আমাদের মধ্যকার আশাকে কোমলতার সাথে বিবেচনা

১ম পিতর পত্রে *(৩:১৫-১৬)* আমরা প্রশংসনীয় সারাংশ পাই যেখানে আশা খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান ও যোগাযোগের সাথে সংযুক্ত। তোমাদের হৃদয়ে প্রভুর অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্য পেতে রাখো শ্রদ্ধার আসন। অন্তরে যে আশা পোষণ করছ, সেই আশার ভিত্তিটা কি, কেউ তা জানতে চাইলে নম্রভাবে ও সমুচিত সম্মান দেখিয়ে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকো। এই বাণী থেকে আমি ৩টি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

‘তোমাদের হৃদয় প্রভুর অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্য পেতে রাখো শ্রদ্ধার আসন’- খ্রিস্টানদের আশার একটি মুখমণ্ডল রয়েছে, তা হলো পুনরুত্থিত প্রভুর মুখ। পবিত্র আত্মার দানের মাধ্যমে আমাদের সাথে সর্বদা তার থাকার অঙ্গীকার; সকল আশার বিরুদ্ধে আশা করতে এবং যখন মনে হয় সবকিছু যেন হারিয়ে গেল, সেখানে মঙ্গলময়তার নীরব উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তোলে।

দ্বিতীয় বার্তাটি হলো আমাদের মধ্যকার আশা ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাধু পিতর বলছেন যে বা যারা জানতে চায় তাদেরকে যেন আমরা আশার ভিত্তির উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকি। খ্রিস্টানগণ প্রাথমিকভাবে সেই জনগণ নয় যারা ঈশ্বর সম্পর্কে বলে কিন্তু যারা তার ভালোবাসার সৌন্দর্য ও সবকিছু অভিজ্ঞতা করার নতুন পথ অনুরণিত করে। এটা তাদের ভালোবাসার বসবাস যা প্রশ্নের উদ্রেক করে ও উত্তরের আহ্বান জানায়: কেন তুমি এভাবে বসবাস করছ? কেন তুমি এমন?

সাধু পিতরের কথায়, আমরা তৃতীয় যে বার্তা পাই: প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে নম্রভাবে ও সমুচিত সম্মান দেখিয়ে। খ্রিস্টীয় যোগাযোগ, আমি বলবো, সকল যোগাযোগ অবশ্যই ভদ্রতা ও ঘনিষ্ঠতায় নিমজ্জিত হওয়া উচিত। ঠিক সেই এম্মাউসের পথে সঙ্গীদের মত। সকল সময়ের শ্রেষ্ঠ যোগাযোগকারী, নাজারেথের যিশুর প্রক্রিয়া তাই ছিল যিনি এম্মাউসের পথে দু’জন শিষ্যের সাথে হেঁটে চলেছিলেন, তাদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং শাস্ত্রের অর্থ এমন বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে তাদের মনের ভিতরে একটি আগুন জ্বলছিল।

আমি এমন একটি যোগাযোগ ধারার স্বপ্ন দেখি যা আমাদেরকে সহযাত্রী করে তুলবে, আমাদের ভাই-বোনদের পাশাপাশি হাটবে এবং এই সংকটপূর্ণ সময়ে তাদেরকে আশায় উৎসাহিত করবে। একটি যোগাযোগ ধারা যা প্রতিরক্ষামূলকতা ও ক্রোধসমূহের আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা নয় বরং উন্মুক্ততা ও বন্ধুদের মনোভাবে সমর্থ হয়ে হৃদয়ের কথা বলবে। যোগাযোগ এমনকি দৃশ্যতঃ বেপরোয়া অবস্থার মধ্যেও সৌন্দর্য ও আশার উপর ফোকাস করার সক্ষমতা এবং অন্যদের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, সহানুভূতি ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এমনই যোগাযোগ যা "প্রত্যেক ব্যক্তির মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি এবং আমাদের একই বাসস্থানের জন্য যত্ন করতে একসাথে কাজ করবে"। (DELEXIT NOS, 217= তিনি আমাদের ভালবেসেছেন, নং ২১৭)।

আমি এমন একটি যোগাযোগের স্বপ্ন দেখি যা বিভ্রম বা ভীতির সঞ্চার করে না, কিন্তু আশার জন্য যুক্তি দিতে সক্ষম হয়। মার্টিন লুথার কিং একবার বলেছেন, "আমার চলার পথে কাউকে যদি সাহায্য করতে পারি, কোন কথা বা গান দিয়ে উৎফুল্ল করতে পারি... তাহলে আমার জীবন বৃথা হবে না (৩)। এটা করার জন্য, যদিও আমাদেরকে আত্ম-প্রচার ও আত্মমগ্নতার ব্যাধি থেকে সুস্থ হতে হবে এবং আমাদের কণ্ঠ অন্যদের শোনানোর জন্য চিৎকার করার ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে হবে। একজন ভালো যোগাযোগকারী নিশ্চিত করে যে সে অবশ্যই অন্যের কথা শুনে, কাছে আসে এবং ঘনিষ্ঠ হতে পারে। এরূপ যোগাযোগ 'আশার তীর্থযাত্রী' হতে সাহায্য করে, যা বর্তমান জুবিলীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

একসাথে আশা করা

আশা সর্বদা একটি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা। কিছু সময়ের জন্য আমরা এ বছরের অনুগ্রহ বর্ষের প্রদত্ত মহানুভবতার কথা স্মরণ করি। আমরা আমন্ত্রিত সবাই– আমরা আবারও আরম্ভ করি, ঈশ্বর আমাদের উত্তোলন করুন, তিনি আমাদের আলিঙ্গন করুন ও তার করুণাধারা বর্ষণ করুন। এই বিষয়ে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকসমূহ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত : আমরা একসাথে শুরু করি, আমাদের অনেক ভাই-বোনদের পাশাপাশি আমরা যাত্রা করি এবং আমরা একসাথে পুণ্য দ্বার দিয়ে পার হই।

জুবিলীর সামাজিক অনেক প্রভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা চিন্তা করতে পারি কারাগারে থাকা বসবাসকারীদের জন্য করুণা ও আশার বাণী অথবা যাতনাভোগকারীদের ও প্রান্তিক জনগণের প্রতি ঘনিষ্ঠতা ও কোমলতার আহ্বান। জুবিলী স্মরণ করায় যারা শান্তি-স্থাপন করে, "তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে" *(মথি ৫:৯)*। এবং এইভাবে এটি আশাকে অনুপ্রাণিত করে ও মনোযোগী, মৃদু ও প্রতিফলিত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করে; আর এগুলো সংলাপের পথ নির্দেশ করতে সক্ষম। এই কারণে আমি তোমাদের সোনা-অনুসন্ধানকারীদের মতো অক্লান্তভাবে বালি ছেঁকে সোনার টুকরো বের করার মতো খবরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ভালো গল্প আবিষ্কার ও প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করছি। আশার বীজ অনুসন্ধান করে তা জানানো একটি ভালো কাজ। কেননা তা দরিদ্রদের কান্নায় কম বধির হতে, কম উদাসীন হতে, নিজের প্রতি কম আবদ্ধ হতে আমাদের বিশ্বকে সাহায্য করে। তোমরা সর্বদা মঙ্গলময়তার এই ঝলকানি খুঁজে পাও যা আমাদেরকে আশায় অনুপ্রাণিত করে। এই ধরনের যোগাযোগ সংহতি নির্মাণে, নিজেদেরকে কম নিঃসঙ্গ অনুভব করতে, একসাথে পথচলার গুরুত্ব পুনঃআবিষ্কার করতে সাহায্য করতে পারে।

অন্তরকে ভুলে যেওনা

প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রযুক্তির বিষ্ময়কর উৎকর্ষতার সময়ে আমি তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছি, তোমাদের অন্তর ভিতরকার জীবনের যত্ন নিতে। এর মানে কি? আমাকে কয়েকটি অনুচিন্তন দিতে দাও;

❖ বিনয়ী হও এবং কখনও অন্যদের কথা ভুলে যেওনা; নারী-পুরুষ যাদের সাথে তুমি সেবা কাজ করে যাচ্ছ তাদের অন্তরে কথা বলো।

❖ তোমাদের আবেগ দ্বারা যোগাযোগকে পরিচালিত হতে দিও না। সব সময় আশা ছড়িয়ে দাও; এমনকি যখন জীবন কঠিন সমস্যায় নিমজ্জিত এবং শুভফল আসে না তখনও নিরাশাগ্রস্থ হইয়ো না।

❖ এমন যোগাযোগ প্রচার করো যা আমাদের মানবতার ক্ষতসমূহ সারিয়ে তুলতে পারে।

❖ অপ্রতিরোধ্য ফুলের মতো হৃদয়গ্রাহী বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্বারোপ কর। জীবন ধ্বংসকারীর কাছে নতিস্বীকার করো না, বরং অপ্রত্যাশিত জায়গায় প্রস্ফুটিত হয়ে বেড়ে উঠো। আশায়পূর্ণ মায়েদের মতো হতে হবে, যে মা প্রতিদিন প্রার্থনা করে যেন তার সন্তান সংঘাত থেকে ফিরে আসে। উন্নত জীবনের আশায় ঝুঁকি নিয়ে যে বাবা দেশ ত্যাগ করে সেই বাবার মতো আশা থাকতে হবে। আমাদেরও হতে হবে যুদ্ধাক্রান্ত শিশুদের মতো যারা যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে যে কোনভাবে রাস্তায় খেলতে, হাসতে এবং জীবনে বাঁচার পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম।

❖ অনাক্রমণাত্মক যোগাযোগের সাক্ষী ও প্রচারক হও; যত্নের কৃষ্টি বিস্তারে সাহায্য করো, সেতু নির্মাণ করো এবং বর্তমান সময়ের দৃশ্য-অদৃশ্য প্রাচীর ভেঙ্গে দেও।

❖ আশায় প্লাবিত ঘটনাগুলো বা আশার গল্পগুলো বলো, আমাদের সবার সাধারণ লক্ষ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হও এবং আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাস একসাথে লেখার জন্য প্রচেষ্টা নাও।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে জুবিলী বর্ষে আমরা একত্রে এই সকল কাজ বাস্তবায়ন করতে পারি। আর এটাই হলো আমার প্রার্থনা। তোমাদের প্রত্যেককে ও তোমাদের কাজকে আমি আশীর্বাদ করি।

পোপ ফ্রান্সিস

সাধু যোহন লাতেরান বাসিলিকা, রোম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সাধু ফ্রান্সিস দ্যা স্যালেস-এর স্মরণ দিবস

ভাষান্তর: ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু ও ফাদার সাগর কোড়াইয়া

যোগাযোগ হোক আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

প্রতিবছর পঞ্চাশত্তমী রবিবারের আগের রবিবার বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করা হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল এই দিনটি বিশ্ব যোগাযোগ দিবস হিসাবে পালন করার জন্যে ঘোষণা দেন। ২য় ভাটিকান মহাসভার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করার গুরুত্ব বহন করে। ভাটিকান মহাসভা সকলের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ যোগাযোগ করা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্বারোপ করে। আমাদেরকে সামাজিক যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম (প্রেস, চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট) ব্যবহার করে সুসমাচারকে জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করার আহ্বান জানায়। সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে যিশুর নির্দেশনা পালন করে, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" *(মার্ক ১৬:১৫)*। এইভাবেই মণ্ডলী তার দায়িত্ব পালন করে। যিশু নিজে সকল শ্রেণির কাছে গিয়েছেন ও ঈশ্বরের সার্বজনীন ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল "ভদ্রতা/Gentleness"। সুতরাং আমাদের যোগাযোগ হোক আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। আগ্রাসন নিরস্ত্রীকরণ এবং সংলাপকে গুরুত্ব দিয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও মানবিক ও শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস 'যোগাযোগকে নিরস্ত্রীকরণ এবং আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। আমাদের একে অপরের সাথে যোগাযোগে আরও সচেতন এবং সহানুভূতিশীল উপায়ে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন'।

আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ যোগাযোগ: যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, মতামত, ভাব ইত্যাদি আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়া। যোগাযোগকে সাধারণত তথ্য আদান-প্রদান করাকে বুঝায়। যোগাযোগ মৌখিক বা লিখিত। এই আদান-প্রদান যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ ও স্বচ্ছ হবে ততবেশী তার ফলপ্রসূতা প্রকাশ পায় ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই যোগাযোগ হতে হয় শ্রদ্ধাশীল, মর্যাদাপূর্ণ ও আন্তরিক। যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা সংবাদ প্রচার করি বা প্রকাশ করি। সংবাদ চারিদিক (NEWS = N-North, E-East, W-West & S-South) থেকে সংগ্রহ করা করা। তাই সংবাদ সংগ্রহ ও যোগযোগ রক্ষায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয় যাতে করে মানব মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। "অন্যের কাছ থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার আশা কর, তার প্রতিও তোমরা তেমনি ব্যবহার কর" *(লুক ৬:৩১)*। যোগাযোগের মাধ্যমে সংলাপ সাধিত হয় ও পারস্পারিক আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। এই বছরের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদেরকে অন্যদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হয় তা বিবেচনা করার এবং আমাদের মিথস্ক্রিয়ায় "ভদ্রতা/Gentleness" মনোভাব গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ প্রচার, প্রকাশ ও যোগাযোগ রক্ষা করতে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবেই যোগাযোগ সাধিত হয় ও তার জন্যে সচেতন ও বিচক্ষণ হতে হয়।

যোগাযোগের গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তা: মানুষ সামাজিক জীব। একা বাস করতে পারি না। পরস্পরের উপর নির্ভর করেই আমাদের জীবন পরিচালিত। পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষা ও গতিশীল করতে যোগাযোগ একান্ত জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। যোগাযোগ মানব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়!

ক) সত্যনিষ্ঠতা ও নম্রতা: যোগাযোগের জন্যে সংবাদে আমরা যে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করি তাতে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠতা ও নম্রতা বজায় রাখতে হয়। সত্য ব্যক্তিকে মুক্ত স্বাধীন করে দেয়। "সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে" *(যোহন ৮:৩২)*। আমি কার ও কেন সংবাদ প্রেরণ করছি তা অবশ্যই আমার বোধগম্য হতে হয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা থাকতে হয়। কারণ প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠির সম্মান ও মর্যাদা আছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আর বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যনিষ্ঠতা রক্ষা করে কোমল ও সম্মানজনক পদ্ধতির উপর জোর দিতে হয়। কেননা আমরা এমনি একটি বিশ্বে বসবাস করছি যেখানে ইতিবাচকের পরিবর্তে নেতিবাচকতা ও আগ্রাসন প্রায়শই প্রাধান্য পায়। সংবাদ প্রেরণে আত্ম-প্রচারের উর্ধ্বে উঠে যথাযথ ও খাঁটি যোগাযোগের আহ্বান জানায় যা পাঠক ও শ্রোতাদের সঠিক তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে। সত্যকে সত্যি করে প্রচারে নম্রতা একান্তভাবে দরকার, এতে ঈশ্বর-ভিরুতা প্রকাশ পায়। "বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা, প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ" *(মথি ৫:৫)*।

খ) যোগাযোগে সংলাপের শক্তি: যোগাযোগের জন্য সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদ আমাদেরকে পরস্পরের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে উৎসাহিত করে; যার ভিত্তি সংলাপ। যোগযোগ সংলাপ ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার গুরুত্বের উপর জোর দেয়; যেখানে লোকেরা একে অপরের কথা শুনতে পারে। ব্যক্তিগণ যখন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করে, তাদের সাথে সম্মানজনক কথোপকথন অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে হয়, এমনকি তাদের সাথে নিজ মতামতের সাদৃশ্য না থাকলেও। সুতরাং অর্থপূর্ণ সংলাপে অংশগ্রহণ করে শক্তিশালী যোগাযোগ রক্ষা করা যায় ও মানুষের কাছে প্রকৃত খাঁটি তথ্য উপস্থাপন ও প্রেরণ করা যায়। একতরফা যোগাযোগ হয় না ও সংবাদের সত্যনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না। সংলাপ যোগাযোগ নিরস্ত্রীকরণ ও আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টার আহ্বান জানায়, যা আমাদের কথা ও কাজে অন্যদের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে উৎসাহিত করে।

গ) আশাই শক্তি: “অন্তরে তোমরা যে আশা লালন করছ, সেই আশার ভিত্তিটা কি, যখন যে-কেউ তা জানতে চায় না কেন, তোমরা তার উত্তর দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থেকো। তবে তার উত্তর দিও সবিনয়ে, সমুচিত সম্মান দেখিয়ে” *(১ম পিতর ৩:১৫খ)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে আশাই একমাত্র শক্তি। সেই আশা স্বয়ং খ্রিস্ট যিশু *(দ্রঃ ১ম তিমথি ১:১)*। এটাই সত্য যে, “খ্রিস্ট, যিনি মানুষের মহিমালাভের আশা, তিনি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন” *(কলসীয় ২:২৭খ)*। সংবাদটি আশার গুরুত্ব ও আমাদের যোগাযোগে “আশার তীর্থযাত্রী” হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে। “আমাদের পরিত্রাণ যে আশারই বস্তু” *(রোমীয় ৮:২৪ক)*। আমরা আশায় ভালোবাসায় জীবন যাপন করি। যিশুখ্রিস্টের শিক্ষায় ভালোবাসা ও করুণার সাথে যোগাযোগ করতে আমাদের উৎসাহিত করে। খ্রিস্টের মধ্যে পরিত্রাণের মূর্ত আশা যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি পথপ্রদর্শক নীতি, যা আশাবাদ ও স্থিতিস্থাপকতার মনোভাবকে লালন করে।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের করণীয়: আমরা এক অস্থির জগতে বাস করছি। চারিদিকে শুধু অসম প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ, অস্ত্রের ঝনঝনানী, অশান্তি, পারস্পরিক বিরোধিতা ইত্যাদি লেগেই আছে। এতকিছুর পরেও আমরা আশায় জেগে আছি, বেঁচে আছি শান্তি সুখের প্রত্যাশায় তাই জগতের মানুষের মনে আশা জাগাতে আমরাই হয়ে উঠতে পারি জীবন্ত হাতিয়ার। পরস্পরের প্রতি ধৈর্য্যশীল হয়ে *(দ্রঃ কলসীয় ৩:১৩ক)* আমরা দয়া, মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে যোগাযোগের শক্তির প্রতিফলন ঘটিয়ে বিশেষ সেবা ও সংবাদ প্রদান করতে পারি। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থাগুলিতে দিনটির তাৎপর্য ও গুরুত্বের উপর শিক্ষা সেমিনার আয়োজন করে পরস্পরের মধ্যে সংলাপ, বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করতে পারি। ফলে মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা পাবে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও বিরোধীতার প্রভাবশালী অবস্থা থেকে সরে এসে সহযোগিতামূলক ও গঠনমূলক পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করতে পারি।

স্থানীয় মণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব মিডিয়া (মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক ইত্যাদি) ব্যবহার করে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রচারে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের নিজ যোগাযোগের মাধ্যম ও ধরণগুলোও মূল্যায়ন করা দরকার এবং এমনি ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে হয়, যেখানে আরও বিনয়ী, নম্র, কোম, ধৈর্যশীল হতে পারি। আমাদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও অনলাইনে ইতিবাচক ও গঠনমূলক যোগাযোগকে উৎসাহিত করা। ভয় ও বিভাজনের পরিবর্তে আশা ও পুনর্মিলন প্রচারকারী যোগাযোগ মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করা ও অন্যকে করতে উৎসাহিত করা।

উপসংহার: মিলনের প্রত্যাশায় সমগ্র সৃষ্টি। যোগাযোগই একমাত্র মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি ও মানুষের সাথে মানুষের মিলন ঘটাতে পারে। এ বছরের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে “ভদ্রতা/ Gentleness” প্রতিপাদ্য গ্রহণ করে, আমরা আরও ইতিবাচক ও সহানুভূতিশীল একটি সমাজ, দেশ তথা বিশ্ব গড়ার চেষ্টা করতে পারি। বিশ্ব যোগাযোগ দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের কথা ও কাজ আমাদের চারপাশের প্রভাব বিস্তার করে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে “ভদ্রতা/ Gentleness” প্রতিপাদ্যকে আলিঙ্গণ করে আমরা আরও সহানুভূতিশীল ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ গঠনে অবদান রাখতে পারি। আমাদের যোগাযোগ হোক আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। ঌ

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব মহাসমারোহে পালিত হবে। এই পর্বে পর্ব কর্তার শুভেচ্ছা দান ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০/- টাকা মাত্র। এই পর্বীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এবং পর্বীয় আশীর্বাদ গ্রহণ করতে আপনারা সবাই সাদরে আমন্ত্রিত।

শুভেচ্ছান্তে,
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল পুরোহিত ও পালকীয় পরিষদ
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ

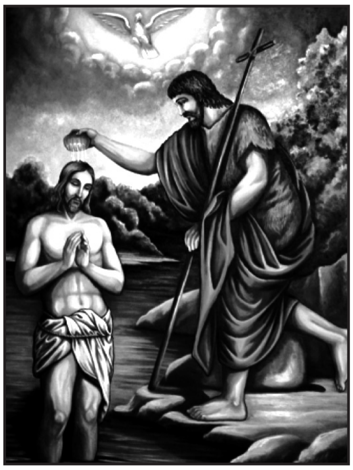

[বি:দ্র:]- স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বকর্তা ও খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

পর্বের নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা: ১১-১৯ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল: ৬:০০ মিনিট
বিকাল: ৪:৩০ মিনিট

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
২০ জুন, শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ
১ম খ্রিস্টযাগ: সকাল ৬:৩০ মিনিট
২য় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:০০ টায়

বিজ্ঞ/১১২/২৫

পোপ চতুর্দশ লিও : কী তাঁর পরিচয়? কোন পথে তিনি চলবেন?

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

(১) পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু

বর্তমান ধর্মোপসনায় প্রভু যিশুর পুনরুত্থানকাল পালিত হচ্ছে। পুনরুত্থান রবিবারে, ২০ এপ্রিল, ২০২৫-এর মহাখ্রিস্টযাগের শেষে সাধু পিতরের চত্ত্বরে পোপ ফ্রান্সিস প্রবেশ করলেন হুইল চেয়ারে। দীর্ঘসময় ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন, দাঁড়াতে ও কথা বলার শক্তি তেমন নেই। তথাপি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললেন: "বোওনা পাস্কা" – "শুভ পুনরুত্থান"। তারপরে পুনরুত্থান উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য অন্য একজন পাঠ করলেন। সমাপ্তিতে তিনি সকলকে পুনরুত্থানের আশীর্বাদ দিলেন। জনসমক্ষে এই তাঁর শেষ কথা ও আশীর্বাদ। পরেরদিন সকালবেলা হলো তাঁর তিরোধান এই জগত থেকে। কাঁদালো কত মানুষকে। শূণ্য হল পোপের আসন।

পোপ মহোদয়ের মৃত্যুর পর ভাটিকানে ৯ দিনের শোকসভা চলেছে। কার্ডিনাল সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরা ৯টি সভায় আলোচনা করেছে: পোপ ফ্রান্সিস এক যুগের কার্যকালে মণ্ডলীতে কী সম্পদ রেখে গেলেন? মণ্ডলী ও জগতের সাম্প্রতিক অবস্থা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী?, কোন ধরনের পোপ প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের নানা প্রত্যাশা পর্যালোচনা করা হল। এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল এবং সমাধিস্ত করা হল মেরী মেজর বাসিলিকায় অতি সাধারণভাবে।

(২) পোপ চতুর্দশ লিও-র নির্বাচন

ঐ সময়ে সবার মধ্যে একটি প্রশ্ন পরবর্তী পোপ কে হবেন? সোসাল মিডিয়াতে অনেকের নাম আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে কিন্তু প্রধান দৃষ্টি ছিল কনক্লেভের দিকে। কনক্লেভ শুরু হল ৭ই মে, সিস্টিন চ্যাপেলে, যেখানে বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে আসা ১৩৩জন ভোটাধিকারী কার্ডিনালগণ সমবেত হলেন, একজন প্রচারক কার্ডিনালের ধর্মোপদেশ শুনলেন, শপথ গ্রহণ করলেন এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-প্রার্থনার মাধ্যমে ভোট দিতে শুরু করলেন। এই নির্বাচনে কোন প্রার্থীতা নেই, প্রচারণা নেই, এমন কি কোনো আলাপ আলোচনাও নেই। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে, ৮ মে, কনক্লেভের দ্বিতীয় দিনে, মাত্র চতুর্থ ব্যালটের মাধ্যমে কার্ডিনালগণ দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দিয়ে একজনকে নির্বাচন করলেন। তিনি হচ্ছেন কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট ওএসএ যিনি হচ্ছেন ২৬৭তম পোপ এবং তিনি পোপ চতুর্দশ লিও নাম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৯ বছর। তাঁরই কিছু পরিচয় এবং পোপ হিসেবে তাঁর প্রাথমিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরছি।

(৩) পোপ লিওঃ অতীতের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সম্পদ

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর শিকাগোতে তার জন্ম হয়। শিশু ও কিশোর কালে তিনি শিকাগোতে পড়াশুনা করেছেন। কাথলিক একটি সুন্দর পরিবারে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে বড়ো হয়েছেন। পরবর্তীতে পেনসিলাভানিয়ার ভিল্লানোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংক ও দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আগস্টিনিয়ান মহা ধর্মসংঘে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সন্ন্যাসব্রত এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। শিকাগোর কাথলিক থিওলজিকাল ইউনিয়ন থেকে ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা শেষ করে ২৭ বছর বয়সে তিনি রোমে যান এবং ধর্মসংঘের মাদার হাউজে অবস্থান করেন, যেখানে তিনি ১৯৮২ খ্রি. ১৯ জুন আগস্টিনিয়ান যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। রোমের অ্যাঞ্জেলিকুম থেকে মাণ্ডলিক আইন বিষয়ে প্রথমে লাইসেন্সসিয়েট পরে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

যাজক হিসেবে রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট ধর্মসংঘে গঠন পরিচালক, মিশন পরিচালক, অধ্যাপক এবং সবশেষে আগস্টিনিয়ান মহাধর্মসংঘের প্রায়র বা সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালেন করেন ২০০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে লাতিন আমেরিকার পেরু দেশের চিক্লাকোর ডায়োসিসের বিশপপদে নিয়োগ করেন। তিনি পেরু দেশের নাগরিকত্বও লাভ করেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ হয়ে "বিশপগণ বিষয়ক" পোপের মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে পোপ ফ্রান্সিস তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এই মন্ত্রণালয়ে কাজ করে তিনি বিশ্ব-কাথলিক মণ্ডলীর বহু ডায়োসিস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন কেননা তাঁর মন্ত্রণালয় বিশপ প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করে পোপ মহোদয়ের হাতে ন্যস্ত করতেন যেন তিনি নিয়োগ দিতে পারেন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে কার্ডিনাল হিসেবে মনোনয়ন দান করেন। আর ৮ মে তিনি ১৩৩জন কার্ডিনালদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে তিনি ২৬৭তম পোপের আসন পূর্ণ করলেন।

পোপ চতুর্দশ লিও সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারেন: ইংরেজী, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রীক।

(৪) নির্বাচন-সংবাদ ঘোষণা

৮ মে রাতে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে প্রায় দেড় লক্ষ জনগণ। সোসাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে। তিনবারের কালো ধোঁয়ার পরে সন্ধেবেলা সাধা ধোঁয়া সিস্টিন চ্যাপেলের উপরের চিমনী দিয়ে বেগের সাথে বের হতে লাগল। উচ্ছসিত, উদ্বেলিত জনগণের কিন্তু এখনও প্রশ্ন নতুন পোপ কে? একঘন্টার মধ্যে সেন্ট পিটাস চার্চের সম্মুখ জানালা খুলে গেল। উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হল একজন কার্ডিনালের মুখ থেকে: আমি আনন্দ সংবাদ জানাচ্ছি: "হাবেমুস পাপাম", "আমরা একজন পোপ পেয়েছি"। "তিনি হলেন কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট ওএসএ। তিনি তাঁর নাম নিয়েছেন: পোপ চতুর্দশ লিও।"

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহুদিন ধরে সম্ভাব্য কার্ডিনালদের নাম, তাদের পরিচয় ও গুণাবলি, তাদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি চলে আসছে। আমার জানা মতে নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে একবার সম্ভাব্য-পোপ হিসেবে কার্ডিনাল প্রেভোস্ট সম্বন্ধে তথ্য দেয়া হয়েছিল। পোপ লিও'র নির্বাচন যে পবিত্র আত্মারই কাজ তা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র আত্মা সাহায্য করেন ঈশ্বর কাকে স্থির করে রেখেছেন তাকে নির্বাচকদের কাছে প্রকাশ করা। এটাই ছিল কার্ডিনালদের একমাত্র প্রার্থনা। পবিত্র আত্মা ৭০টি দেশ থেকে আগত কার্ডিনালদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আত্মা তাদেরকে একত্রিত করেছের একজন ব্যক্তিকে বেছে নিতে। এত অল্প সময়ের মধ্যে, দ্রুত গতিতে, কোন প্রার্থীতা ছাড়া, প্রচারণা ছাড়া. প্রার্থনা ও নিরবতার মধ্যে পবিত্র আত্মার সহায়তায় ঈশ্বর যাকে নিযুক্ত করেছেন, অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডিনালগণ, মনোনীতজনকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নিলেন। নতুন পোপকে জনগণ যেভাবে গ্রহণ করেছে তাও পবিত্র আত্মার কাজ কেননা তিনি ঐক্য স্থাপন

করেন, বিচ্ছিন্নতা নয়। আধুনিক রাজনৈতিক নির্বাচনের মধ্যে ধন্য মণ্ডলী, ধন্য তার সাক্ষ্যদান। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

(৫) প্রথম সাক্ষাৎকারে বাণী: শান্তি – মিলনের সেতুবন্ধন – সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী

সাধু পিতরের গির্জার বেলকনী থেকে তিনি যে প্রথম বার্তা রেখেছেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁরই কথাগুলো নিজের মতো লিখছি।

পুনরুত্থানের পরে যিশু তার শিষ্যদের সম্বোধন করেছিলেন শান্তি সম্ভাষণ জানিয়ে। পোপ লিও বললেন: “তোমাদের শান্তি হোক”। পুনরুত্থিত প্রভু যিশু যিনি উত্তম মেষপালক, তার সাথে একাত্ম হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে, তারা পরিবারে বা যেখানেই থাকুক না কেন, বিশ্বের জনগণের নিকট জানালেন: “তোমাদের শান্তি হোক”। শান্তি হচ্ছে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর প্রথম দান। ঈশ্বর থেকে আসছে এ শান্তি। অপরিসীম তাঁর ভালবাসা, তিনি সবাইকে ভালবাসেন, যে অবস্থায়ই তারা থাকুক না কেন। আমাদের কানের কাছে ছিল দুর্বল অথচ বলিষ্ঠ পোপ ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর যিনি পুনরুত্থান রবিবার সকালবেলা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন; কোন অপশক্তি আমাদের পরাভূত করতে পারবে না। ঈশ্বরের হাতে আমরা আছি; কোন সংশয় নেই আমাদের; সম্মিলিতভাবে, ঈশ্বরের এবং পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সামনের দিকে একসঙ্গে চলব।

আমরা যিশুর শিষ্য, তিনি আমাদের সামনে সামনে চলেন। তাঁর আলো যে জগতের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাকে মানবজাতির প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের এবং তাঁর ভালবাসার সাথে যোগসেতু নির্মাণ করার জন্য। পোপ ফ্রান্সিস, সংলাপ ও সাক্ষাতের জন্য তুমি সেতুবন্ধন নির্মাণ করতে সাহায্য কর যাতে আমরা শান্তিকামী জনগণ হয়ে উঠতে পারি। তোমায় ধন্যবাদ পোপ ফ্রান্সিস।

আমার ভ্রাতৃ-প্রতীম কার্ডিনালগণ, আপনারা আমাকে নির্বাচন করেছেন: পিতরের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, আপনাদের সাথে এক মণ্ডলী হিসেবে শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, পুরুষ ও নারী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করার জন্য, যিশুখ্রিস্টে ভরসা নিয়ে তাকে প্রচার এবং মিশনারী হওয়ার জন্য এবং মঙ্গলসমাচারে বিশ্বস্ত থাকার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

আমি সাধু আগস্টিনের অনুসারী। তিনি বলেছেন: “তোমাদের সাথে আমি খ্রিস্টান, তোমাদের জন্য আমি বিশপ।” সুতরাং ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুত দেশ প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা কি একসঙ্গে যাত্রা করতে পারি না?

রোমের মণ্ডলীর কাছে পোপ বলেন: আমাদের সবাইকে আলোচনা করতে হবে কি করে আমরা মিশনারী মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারি, যোগসেতু নির্মাণ করতে পারি, সংলাপ করতে পারি এবং কিভাবে আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে সবাইকে গ্রহণ করতে পারি, যেমনটি হচ্ছে এই চত্বরে, সবার প্রতি উম্মুক্ত, তাদের প্রতি উম্মুক্ত যাদের জন্য আমাদের দয়া, আমাদের উপস্থিতি, সম্পর্ক ও ভালোবাসা প্রয়োজন।

স্পানিশ ভাষায় তিনি বললেন: যারা পেরুর চিকলাইও ডায়োসিস থেকে আছেন তাদের সম্বোধন করে বলছি; তোমরা অনুগত ও বিশ্বস্ত জনগণ, তোমরা বিশপের সঙ্গী হয়ে পথ চলেছো এবং বিশপকে সহায়তা করে থাকো।

রোম নগরী, ইতালি এবং বিশ্বের সকল ভাইবোনদের নিকট বলছি: শান্তি, ভালবাসা, সান্নিধ্য, বিশেষ করে যারা কষ্টভোগ করছে, তাদের সাথে একসঙ্গে পথ চলে ও তার সন্ধানে, আমরা সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে চাই।

পম্পের রাণী কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করার সময় এখন, কারণ তিনি আমাদের সহযাত্রী, তিনি আমাদের অতি কাছের, তার ভালোবাসা দিয়ে এবং আমাদের জন্য অনুনয় করে তিনি আমাদেরকে সর্বদা সাহায্য করতে চান। সুতরাং এসো আমাদের এই মিশনের উদ্দেশে গোটা মণ্ডলী এবং বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করে বলি: প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা..... আমেন।

(৬) কার্ডিনালদের নিকট পোপ লিও’র বাণী: কৃতজ্ঞতা – কার্যকালের রূপরেখা ও নির্দেশিত পথ

মে মাসের ১০ তারিখ তিনি কলেজ অব কার্ডিনালদের সাথে পোপ চতুর্দশ লিও, নির্বাচনের পর প্রথমবার একটি অধিবেশনে মিলিত হন। অধিবেশনে দুটো ভাগ ছিল: পোপ মহোদয়ের বক্তব্য এবং দ্বিতীয় ভাগে কার্ডিনালদের সাথে মুক্ত আলোচনা। পোপ মহোদয়ের বক্তব্য থেকে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল মাত্র।

আপনাদের সাথে এই অধিবেশনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যেদিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে সেগুলো খুবই বেদনায়ক ছিল; কারণ আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে হারিয়েছি। একই সময়ে যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে দিনগুলো ঈশ্বরের খুবই অনুগ্রহপূর্ণ এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাদায়ক ছিল *(যোহন ১৪:২৫-২৭)*।

কার্ডিনাল ভাইয়েরা আপনারাই আমার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী। এই সত্যটা আমাদের অনেক স্বস্তি দিয়েছে কেননা এই বোঝা গ্রহণ করার আমার একার ক্ষমতা নেই। আপনাদের উপস্থিতি আমাকে প্রভু যিশুকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁর মতো আপনারাও আমাকে একা রেখে চলে যাবেন না। আপনাদের সান্নিধ্যে আমি অনুভব করি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর তত্ত্বাবধান এবং বিশ্বজুড়ে আরও অনেক ভাইবোন আছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে, মণ্ডলীকে ভালবাসছে এবং খ্রিস্টের এই ভিকারের জন্য প্রার্থনা ও শুভকর্মে লিপ্ত আছেন।

বিশেষ দায়িত্বভারপ্রাপ্ত কার্ডিনালদের ধন্যবাদ জানানের শেষে পোপ লিও বললেন:

আমাদের এই সময়টি একদিকে বিষাদপূর্ণ আবার অন্যদিকে আনন্দময়। এটা সম্ভবতঃ হয়েছে এই কারণে যে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু এবং কনক্লেভ একটি পুনরুত্থানের ঘটনা, পুনরুত্থানের আলো দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সিক্ত ঘটনা। এই পেক্ষাপটে আমরা পোপ মহোদয়ের আত্মা এবং মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ “পরম করুণাময় ও সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বর”-এর ন্যস্ত করি।

সাধু পিতর থেকে শুরু করে আমার নিজের পর্যন্ত, পোপগণ ছিলেন ঈশ্বরের এবং ভাইবোন মানুষের বিনম্র দাস। এর চাইতে বেশী কিছু নয়। আমাদের পূর্বসূরী কত পোপের জীবনে আমরা দেখিছি আর সর্বশেষে দেখেছি পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে, সেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত, সহজ ও সাধারণ জীবন, তাঁর পুরো কার্যকালে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণ এবং তাঁর শান্ত বিশ্বাসে পিতার গৃহের দিকে যাত্রা। আসুন আমরা এই মুল্যবান সম্পদকে ধরে রাখি এবং বিশ্বাসজাত একই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের যাত্রা চলমান রাখি।

পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোনার প্রতি আমরা অনুগত থাকি এবং পরিত্রাণ পরিকল্পনা সেবাকাজে বিশ্বস্ত হই। পবিত্র আত্মা নিরবে “মৃদুমন্দ বাতাসের শব্দে” কথা বলেন। এই সাক্ষাতের জন্য আমাদের হাতে ন্যস্ত ঈশ্বরের সকল জনগণকে যেন আমরা পরিচালনা দান করি এবং তাদের সহযাত্রী হই।

আমরা এই কয়দিন বিশাল জনগণের মধ্যে একটি সৌন্দর্য ও শক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি যা দিয়ে তারা প্রয়াত মেষপালক পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করেছে। প্রভুর সাক্ষাতে চলে যাবার যাত্রা মুহূর্তে জনগণ বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় সঙ্গী হয়েছে। মণ্ডলীর মাহাত্ম্য ও প্রাণ আমরা লক্ষ করেছি। এই মণ্ডলীর গর্ভ থেকেই তো আমরা সকলে জাত, তাকে রক্ষা ও উন্নতির জন্য আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং পরিত্রাণের সংস্কার দ্বারা পরিপুষ্ট করতে আমরা মিশনকাজে

প্রেরিত।

অত্র প্রসঙ্গে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনরায় নবায়ন করতে চাই। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার উত্তরকালে বিগত একটি যুগ ধরে পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর "আনন্দময় মঙ্গলবার্তা" Evangelii Gaudium নামক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রে নির্দেশিত যে পথ, অর্থাৎ (১) খ্রিস্টই প্রথম তাঁর বাণী প্রচারে ফিরে আসা; (২) সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর মিশনারী পরিবর্তন, (৩) মণ্ডলীর সংঘবদ্ধতা ও সিনড-প্রক্রিয়া; (৪) বিশ্বাসবোধ – খাঁটি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন লোকভক্তি; (৫) ক্ষুদ্রজন ও সমাজে পরিত্যক্ত যারা তাদের প্রতি যত্ন; (৬) জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বাস্তবতায় সাহসী ও আস্থাপূর্ণ সংলাপ; (৭) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পালকীয় সংবিধান: "আধুনিক জগতে মণ্ডলী" Gaudium et Spes – দ্বারা নির্দেশিত পথে আমরা চলতে চাই। যিশু যিনি দয়াময় প্রভু, সকল সত্য, ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধানে আমাদের দয়া করবেন।

কেন পোপ তার নাম চতুর্দশ লিও নিলেন সে সম্বন্ধে কারণ উল্লেখ করে তিনি বললেন: প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর পোপ ত্রয়োদশ লিও সামাজিক শিক্ষার সূচনা করে "শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার" নিয়ে Rerum Novarum বিশ্বজনীন পত্র লিখেছিলেন। সেই থেকে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার এক বিশাল সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন আরেকটি বিপ্লব ও উন্নয়ন বর্তমানে এসেছে বিশেষ করে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" যা বর্তমানে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসছে মানবমর্যাদা, ন্যায্যতা এবং শ্রমমর্যাদার রক্ষা করার জন্য।

আমরা উপরে যা কিছু ব্যক্ত করলাম তা, প্রভুর সহায়তায়, আমাদের জন্য প্রার্থনা ও অঙ্গীকার হয়ে অনুদিত হোক।

(৭) পোপ লিও'র "রেজিনা চেলী" প্রার্থনা প্রসঙ্গে: শান্তির আবেদন এবং আহ্বানের জন্য প্রার্থনা

প্রথমবারের মতো রবিবার দুপুরে "রেজিনা চেলী" প্রার্থনার সময় পোপ চতুর্দশ লিও শান্তির জন্য, বিশেষ করে ইউক্রেন ও গাজায় সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধের জন্য আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন এবং আর্তনাদ করে বলেছেন: "আর যুদ্ধ নয়"।

৮ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ বছর পূর্তি স্মরণ করে বলেছেন যে, সেই যুদ্ধে ৬ কোটির অধিক লোকের জীবন নিহত হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ খণ্ড খণ্ড আকারে সংঘটিত হচ্ছে। তাই আবেগ কণ্ঠে তিনি বললেন: "আর যুদ্ধ নয়"। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য এবং সেখানে সত্যিকারের, স্থায়ী শান্তি ও ন্যায্যতা আনয়নের জন্য আহ্বান জানান। গাজার দিকে তাকিয়ে পোপ লিও বলছেন গাজাতে যা হচ্ছে তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করছে; তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যুদ্ধ বিরতি করা হোক এবং বুভুক্ষ মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা এবং বন্দী সেনাদের ফিরিয়ে দেয়া হোক। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির জন্য তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং শান্তি যেন সেখানে সুদৃঢ় হয় তা তিনি কামনা করেছেন।

বিশ্ব আহ্বান দিবসে আমি তোমাদের এবং সকল জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে আনন্দে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি আহ্বানের জন্য, বিশেষভাবে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের জন্য। মণ্ডলীতে এই জীবনে আহ্বান জরুরী প্রয়োজন। মণ্ডলীতে আরও অনেক ধরনের আহ্বান আছে; সেই আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করি যাতে ভক্তেরা আপন আপন জীবন অবস্থা অনুসারে অন্যকে ভালোবাসা ও সত্যের পথে চলার জন্য পালকীয় সেবাদান করতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পোপ লিও'র সাক্ষাৎ ও বাণী

মে মাসের ১৬ তারিখ ভাতিকান রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত রাষ্ট্রের একশত রাষ্ট্রদূতদের সাথে পোপ লিও সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিকে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে তারা যে শোকবার্তা এবং নির্বাচনের পর পোপ লিও'র কাছে যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তার জন্য সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে পোপ লিও বলেন: পোপের কূটনীতি হচ্ছে "মণ্ডলীর সর্বজনীনত্বের প্রকাশ" এবং এর সাথে যুক্ত "মণ্ডলীর বহির্মুখী পালকীয় কাজ" এবং "মঙ্গলসমাচার প্রচারের মিশনকর্ম"। মণ্ডলীর কর্মপদ্ধতি হচ্ছে বিবেকের প্রতি আহ্বান, যে দৃষ্টান্ত পোপ ফ্রান্সিস দিয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক কালে জগতে আছে "দরিদ্র, অভাবী ও প্রন্তিক মানুষের আর্তনাদ" এবং এর সাথে "জগতসৃষ্টির সুরক্ষা থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমতা প্রমুখ বর্তমানকালের চ্যালেঞ্জ সমূহ"। তিনি 'পোপ লিও' নাম গ্রহণ করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে এমন একটি নতুন যুগ চিহ্নিত হয় যেখানে মণ্ডলী উপরোক্ত সমস্যায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রদূতদের সাথে ভাতিকানের সংলাপে তিনটি প্রধান বিষয় পোপ মহোদয় উল্লেখ করলেন: শান্তি, ন্যায্যতা এবং সত্য।

শান্তি: শান্তি একটি দান স্বরূপ। শান্তি শুধু যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয়। শান্তি এমন একটি বিষয় যা নিজের মধ্যে শুরু হয়, নিজের প্রতি দাবি রাখে। শান্তি হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত। শান্তি অন্তর থেকে অহংকার ও প্রতিশোধের ভাব দূর করে; আমাদের কথাবার্তায় শিষ্টাচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংলাপ শান্তির জন্য অপরিহার্য।

ন্যায্যতা: শান্তির জন্য ন্যায্যতা প্রয়োজন। অসমতা ও বৈষম্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে। পরিবারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক, সকল গর্ভজাত সন্তান, প্রবীণ, অসুস্থ, বেকার, নাগারিক, অভিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার হোক।

সত্য: শান্তি ও ন্যায্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে সত্য। সত্য স্বচ্ছতা দাবি করে। দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তা যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে। আন্তরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সত্য সন্ধ্যান ও সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং আত্মসমর্পণে প্রেরণা জাগায়। এর সঙ্গে জড়িত অন্যের কথা শ্রবণ করা। মণ্ডলী সর্বদাই সত্য নিয়ে কথা বলবে; শুনতে অপ্রিয় হতে পারে তবে সত্যকে ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

(৯) উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে পোপ লিও'র বাণী: মণ্ডলীতে ভালবাসা ও একতা

উপদেশ থেকে নেয়া কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল

প্রিয় ভাইবোনেরা,

পোপের দায়িত্বভার গ্রহণের সূচনা মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতাভরে আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। স্মরণ করি সাধু আগস্টিনের কথা: "প্রভু, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো তোমারই জন্যে, আমাদের অন্তর অস্বস্তিপূর্ণ যতদিন তোমাতে স্বস্তি পাই"।

বিগত দিনগুলোতে আমরা গভীর আবেগে অভিভূত ছিলাম কারণ পোপ ফ্রান্সিসের তিরোধান আমাদের হৃদয়কে করেছে বিষন্নময়। মেষপালক হারানো মেষের মতো ছিলাম। আবার পুনরুত্থান রবিবারে আমরা তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি। প্রভু আমাদেরকে ত্যাগ করেন নি।

বিশ্বাসভরে আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতা থেকে আসা কার্ডিনালগণ ঈশ্বরের হাতে নিজেদেরকে অর্পণ করেন পিতরের উত্তরাধিকারী, রোমের বিশপের অনুসন্ধানে, যিনি আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ঐশ্বর্য রক্ষা করবেন এবং একই সময়ে সম্মুখের দিকে বর্তমান জগতের প্রশ্ন, উদ্বিগ্নতা ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করবেন। আপনাদের প্রার্থনার সহসঙ্গী হয়ে, পবিত্র আত্মার কাজ অনুভব করেছি, যিনি আমাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধনে নিয়ে আসছেন যেন আমাদের হৃদয়-বীনার সঙ্গীতে ঝংকৃত হয় ঐকতান।

আমার নিজের যোগ্যতা বলে নয় বরং আমাকে বেছে নেয়া হয়েছে, এখনও ভয়ে

কম্পিত, আমি যেন আপনাদের ভাই হিসেবে সামনে দাঁড়াই, যার বাসনা হচ্ছে আপনাদের বিশ্বাস ও আনন্দের সেবক হতে, ঈশ্বরের পথে আপনাদের সাথে একসঙ্গে হাঁটতে, কেননা তিনি চান আমরা সবাই যেন একটি পরিবার হিসেবে একত্রিত থাকি।

ভালোবাসা ও একতাঃ এই দুটো দিকই হচ্ছে পিতরের হাতে ন্যস্ত মিশনদায়িত্ব। এই কথা আজকের মঙ্গলসমাচারে পিতরকে "মানুষধরা জেলে" মনোনয়নের ঘটনায় বলা হয়েছে। পিতর কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন? আর কিছু নয় পিতরের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ও নিঃশর্ত ভালোবাসা এমন কি সকল অযোগ্যতা থাকা সত্বেও। তথাপি পিতরের প্রতি যিশুর আবেদনঃ "আরও ভালোবাসার"। অতএব পিতরের দায়িত্ব "ভালোবাসার দায়িত্বভার", ভালোবাসার উপর সভাপতিত্ব। আবার পিতরের কাছে আহ্বানঃ মেষদের পালন কর – কর্তৃত্ব নয়। পিতর আহূত তার ভাইবোনদের বিশ্বাসের সেবা করা এবং তাদের সাথে পথচলা, কারণ তারা সবাই "জীবন্ত প্রস্তর", দীক্ষাস্নানের দ্বারা প্রভুর গৃহের মিলন-বন্ধনে, পবিত্র আত্মার ঐক্যে এবং বিচিত্রতার মধ্যে সহ-অবস্থানে আহূত। সাধু আগস্টিনের কথায়ঃ "মণ্ডলী হল তারা যারা ভাই বোন হিসেবে একত্রে বাস করে এবং তাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসে।"

ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমাদের প্রথম মহান বাসনা হবে "একত্রিত মণ্ডলী" ঐক্য ও মিলনের নিদর্শন, যা পৃথিবীর খামি হয়ে উঠবে।

আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি, অনেক বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণার ফলে অনেক ক্ষত তৈরী হয়েছে, আছে সহিংসতা, বদ্ধমূল ধারণা, ভিন্নতা সম্বন্ধে ভীতি, এবং অর্থনৈতিক এক ব্যবস্থাপনা যা ধরিত্রীর সম্পদকে শোষণ করতে এবং দরিদ্রদের প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা হতে চাই জগতের জন্য একতা, মিলন এবং ভ্রাতৃত্বের ক্ষুদ্র খামি। আমরা জগতকে বিনম্রতা ও আনন্দের সাথে বলতে চাইঃ খ্রিস্টকে দেখ! তাঁর কাছে এসো! তাঁর বাণী শোন, বাণী তোমাদেরকে আলোকিত করবে ও সান্ত্বনা দেবে। তাঁর ভালোবাসার দানকে তোমরা গ্রহণ করো এবং এক পরিবার হয়ে ওঠো; এক খ্রিস্টে আমরা এক। এই পথে আমাদের একসঙ্গে আমাদের চলতে হবে, আমরা নিজেরা এবং অন্যান্য ভগ্নি-মণ্ডলী সাথে, অন্য ধর্মের মানুষের সাথে, যারা ঈশ্বরের সন্ধান করে তাদের সাথে, অনুগৃহীত সকল পুরুষ ও নারীর সাথে, যাতে আমরা এমন জগত নির্মাণ করতে পারি যেখানে শান্তি রাজত্ব করবে।

এই মিশনারী ভাব আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে; নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, একই সময়ে জগতের মধ্যে নিজেকে বড়ো না ভেবে। আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রত্যেক মানুষের কাছে অর্পণ করতে আহূত হয়েছি, যেন আমরা সেই ঐক্য অর্জন করতে চাই যা বিচিত্রতাকে অস্বীকার করে না, বরঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইতিহাসকে এবং প্রতি জনগণের সামাজিক ও ধর্মীয় কৃষ্টির প্রতি মূল্য দেয়।

ভাই ও বোনেরা, এই সময় ভালোবাসার এক শুভ ক্ষণ! মঙ্গলসমাচারের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরের ভালোবাসা যা আমাদের সকলকে ভাই ও বোন করে। আমার পূর্বসূরী ত্রয়োদশ লিও'র কথায় আমরা আজ প্রশ্ন করতে পারিঃ এই নীতি "যদি জগতে বিরাজ করত, তাহলে সব সংঘর্ষের নিরশন হতো এবং শান্তি ফিরে আসত।"

পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তি দিয়ে এসো আমরা এমন মণ্ডলী গড়ে তুলি যা ঈশ্বরের ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে গড়া, মিলনের চিহ্ন হওয়া, মিশনারী মণ্ডলী যা জগতের প্রতি উন্মুক্ত, যে মণ্ডলী ঐশবাণী প্রচার করে, ইতিহাস দ্বারা সৃষ্ট "অস্বস্থিতে" প্রবেশ করতে সম্মত, এবং মানবজাতির মধ্যে মিলনের চিহ্ন হতে ব্রতী।

বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন...

মমতাময়ী মায়ের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমরা ভিড়লাম এসে সেই বেদনাবিধুর দিন ২৮ মে, মৃত্যু নদীর চতুর্থ ঘাটে। এ দিনটি আমাদের বড় বেশি ভারাক্রান্ত করে তোলে। মৃত্যু যে চিরন্তন সত্য, এ সত্যকে মেনে নিতে কষ্ট হলেও সত্য, সত্যই। বিশ্বাস করি মাগো, তুমি আমাদের সাথে নিত্যই রয়েছ, তোমার ভালোবাসায় ঘিরে রেখেছ মোদের, তোমার স্মৃতিগুলো আমাদের শক্তি যোগায়, তোমার কষ্ট সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী জীবন আমাদের পথ চলতে শেখায়, তাই তো সাহস পাই পথ চলতে, তোমার প্রার্থনাশীল জীবনের আদর্শে আমরা সেই আলোর পথে হেঁটে চলেছি আজও।

বিশ্বাস করি দয়াময় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন ঈশ্বরের পথে চিরদিন বিশ্বস্ত থেকে তাঁরই মহিমা ও প্রশংসা করতে পারি।

প্রয়াত অনিতা ডরথী গমেজ
জন্মঃ ২৬ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ২৮ মে,২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রামঃ বাঙ্গালহাওলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিপ্র/১১৪/২৫

সাদামনের একজন মানুষ ছিলেন মন্সিনিয়র মার্শেল ফিলিপ তপ্ন

সাগর কোড়াইয়া

প্রবন্ধের নামকরণে মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্নর সমগ্র জীবনটা প্রকাশ পায়। সত্যিকার অর্থেই মন্সিনিয়র ছিলেন একজন সাদামনের মানুষ। সহজ-সরল জীবন যাপন কাকে বলে তা মন্সিনিয়রকে দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে। মন্সিনিয়র মার্শেলের শূন্য চাহিদা ও পাওয়া না পাওয়ার নিরাক্ষেপ যে কারো জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। মন্সিনিয়রের যাজকীয় জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছিলো; আর এই দীর্ঘ সময়টাতে তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাসহীন, নির্লোভ, নিরহঙ্কারী, মৃদুভাষী, বিশ্বস্ত এবং একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তিত্ব। শত ব্যস্ততাও মন্সিনিয়রকে কখনো প্রার্থনা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে বোর্ণী ধর্মপল্লীতে মন্সিনিয়র মার্শেলকে পাল পুরোহিত হিসাবে পেয়েছি। ফলে মন্সিনিয়রকে নিয়ে স্মৃতিও রয়েছে বিস্তর।

ছোটবেলায় মন্সিনিয়রকে একজন মান্দি ফাদার বলে মনে করতাম। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে ধারণা ভাঙ্গে। এই ভুল শুধু আমার একারই হয়নি; আরো অনেকেই এই ধারণা করতো বলে শুনেছি। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মন্সিনিয়র মার্শেলকে মণ্ডলীর সম্মানসূচক মন্সিনিয়র উপাধি প্রদানকালে মন্সিনিয়রের পোশাক দেখে অনেকেই উনাকে কোরিয়ান বিশপ বলে মনে করেছিলো। মন্সিনিয়র মার্শেলের আরেক নাম ফিলিপ; তবে তিনি মার্শেল নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্নের পদবী নিয়ে দ্বিধায় পড়েছি অনেকবার। তপ্ন আর টপ্যের ঝামেলা আমার মতো অনেককেই পোহাতে হয়েছে। বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর মিশনপাড়ার একটি মুণ্ডারী আদিবাসী পরিবারে তিনি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

মন্সিনিয়র মার্শেল ছোটবেলা থেকে বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর সন্তান শহীদ ফাদার লুকাশ মারাণ্ডী, অগ্রজ ফাদার মার্কুস মারাণ্ডী এবং তপ্ন পদবীধারী আরেকজন মুণ্ডারী আদিবাসী ফাদারকে দেখেছেন। আর তাদের দেখেই তিনি যাজক হবার মানসে সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর নটর ডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং কলকাতার মর্নিং স্টার সেমিনারীতে বিএ পড়াশোনা করেন। এরপর বনানী মেজর সেমিনারীতে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সমাপ্ত করে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন ১ জানুয়ারি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে।

বর্তমান রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলো তৎকালীন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের অধীনে ছিলো। যাজকীয় অভিষেকের পর মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন বনপাড়া ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল পুরোহিত ছিলেন। এরপর সুইহারী ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়কার সেমিনারীয়ানদের ভাষ্যমতে, মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন পরিচালক হিসাবে ছিলেন একজন পিতা ও বন্ধুর মতো। তিনি কখনো রাগতস্বরে কথা বলতেন না। সেমিনারীয়ানদের জন্য ছিলেন একজন আদর্শ। মন্সিনিয়রের কাছে খোলা মনে সব কথা বলা যেতো।

পরবর্তীতে মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন উচ্চ শিক্ষার জন্য ইটালীতে যান। পড়াশোনা সমাপ্ত করে ধানজুড়ি, ঠাকুরগাঁও, নতুন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের উপশহরে অবস্থিত বিশপ হাউজে দায়িত্বরত ছিলেন। এরপর তিনি বোর্ণী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত হিসাবে দায়িত্ব পান। সে সময় বোর্ণী ধর্মপল্লী একটি ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। খ্রিস্টভক্ত এবং ধর্মপল্লীর মধ্যে একটি অদৃশ্য দূরত্ব ছিলো দৃশ্যমান। আর মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন তখন যেন হয়ে উঠেছিলেন একজন সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী। তিনি তার প্রজ্ঞাতা, ধার্মিকতা ও মৃদুশীলতা দ্বারা খ্রিস্টভক্তদের মন জয় করতে পেরেছিলেন।

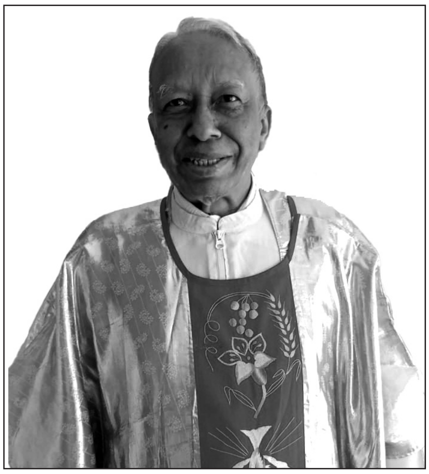

আমি তখন সবেমাত্র প্রাইমারী স্কুলে পড়ি। বোর্ণীতে প্রতিমাসে একবার শিশুদের নিয়ে বিকালে মিটিং হতো। প্রায় তিনশত শিশু একসাথে জড়ো হতাম। প্রথমে কিছু কাজ; তারপর ফাদার, সিস্টার ও এনিমেটররা আমাদের শিক্ষা দিতেন। আর সেই সময় ফাদার মার্শেল তপ্ন প্রত্যেকটি মিটিংএ উপস্থিত থাকতেন। তিনি বরাবরই শিশুদের স্নেহ করতেন। বার্ষিক পরীক্ষা তখন শেষ হয়েছে। এমনই এক মিটিং এ ফাদার মার্শেল শিশুদের জিজ্ঞাসা করলেন, কারা বা কে পরীক্ষায় ফেল করবে হাত তুলো। যদি কেউ সত্য কথা বলে তাহলে তিনি মিষ্টি খাওয়াবেন বলেও প্রতিজ্ঞা করেন। কেউ আর হাত তুলে না। আমি সাহস করে হাত তুললাম। সে বছর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা আমার খারাপ হয়েছিলো। ভেবেছিলাম ফেল করবো।

ফাদার মার্শেল তপ্ন আমাকে দাঁড়াতে বললেন। দাঁড়িয়ে দেখি আমি একাই। ফাদার আমার সততার প্রশংসা করে ফাদার বাড়ি থেকে মিষ্টি এনে খাওয়ালেন। আর বললেন, যদি আমি পাশ করি তাহলে যেন ফাদারকে মিষ্টি খাওয়াই। পরে ঠিকই ফাদারকে মিষ্টি খাইয়েছিলাম। এই ধরণের আরো নানা স্মৃতি রয়েছে ফাদারের সঙ্গে। ফাদার মার্শেল তখন বয়সে বেশ যুবক। সে সময় প্রতিবছর বোর্ণীতে ইটালী থেকে বিদেশীরা আসতো। গির্জার সামনের মাঠটা ছিলো তখন বেশ বড়। বিকাল হলেই বোর্ডিংএর ছেলেদের সাথে বিদেশীরা ফুটবল খেলায় মেতে উঠতো। আর তখন ফাদার মার্শেল তপ্নও ফুটবল মাঠে নেমে পড়তেন। ফুটবল খেলায় ফাদার বেশ দক্ষ ছিলেন। খেলার মধ্যে বিভিন্ন রকম জুকারী অঙ্গভঙ্গি করে আনন্দ দিতে পারতেন। মাঠের বাইরে বসে থেকে আমরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতাম।

আর একটি ঘটনা খুব মনে পড়ে। আমরা তখন আর একটু বড় হয়েছি। সেবক দলের বিশ্বস্ত সদস্য। মাঝে মাঝেই ফাদার মার্শেল ফাদার বাড়িতে আমাদের ডেকে নিয়ে ভিসিআর চালু করে দিতেন। সেই সময়ই চার্লি চ্যাপলিনের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়। ভিসিআর দেখতে দেখতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে যেতো বুঝতে পারতাম না। ফাদার মার্শেল বুঝতে পারতেন আমরা ক্ষুধার্ত। তিনি খাবার ঘর থেকে টিফিন এনে আমাদের খাওয়াতেন। তিনি প্রায়ই মোটর সাইকেল নিয়ে গ্রামে চলে যেতেন। সে সময় মোটর সাইকেল সচরাচর তেমনটা চোখে পড়তো না। ফাদার মার্শেলের মোটর সাইকেলের আওয়াজ আমরা দূর থেকেই শুনতে পেতাম। ফাদারও গ্রামে গিয়ে শিশুদের বাইকে উঠিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

ফাদার মার্শেল তপ্ন বোর্ণীতে অত্যন্ত সফলতার সাথে দীর্ঘ সময় পাল পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি একে একে সুরশুনিপাড়া, আন্ধারকোঠা, বিশপ হাউজ ও ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে পাল পুরোহিত হিসাবে ছিলেন। প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে তিনি বিশপের বাধ্য থেকে বিশ্বস্ততার সাথে সেবাদায়িত্ব পালন করেছেন। ফাদার প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে

অবস্থানকালে ধর্মপল্লীর আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। আর সে কারণে প্রতিটি ধর্মপল্লীর আর্থিক খাত বৃদ্ধির মনোভাব ফাদার মার্শেলের মধ্যে লক্ষ্যণীয় ছিলো। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার অনুরোধ জানালে মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন কখনো কাউকে না করতেন না। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, জনগণ খ্রিস্টযাগ পাবার আশা করে, আমাদের সময় থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করি না। এটা তো অন্যদের প্রতি অন্যায্যতা। যাজক ভাইদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ছোট-বড় সব ফাদারকে তিনি সম্বোধন করতেন আপনি বলে।

ফাদার মার্শেল তপ্নের মধ্যে লেখকসত্তা ছিলো। সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে থাকাকালীন সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর বিশটি গ্রাম নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বেণীদুয়ার ধর্মপল্লী ও আদিবাসীদের নিয়ে আরো দু'টি বই প্রকাশ করেন। এছাড়াও ফাদার পড়াশোনা করতেন খুব। আমার প্রকাশিত প্রত্যেকটি বইয়ের খুঁটিনাটি তিনি পড়েছেন। মাঝে মাঝে যখন সেগুলো নিয়ে গল্প করতেন তখন তা বুঝা যেতো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফাদার মার্শেলের কর্মক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি কমে যেতে থাকে। তবে ফাদারের মধ্যে কর্মস্পৃহা ছিলো প্রচণ্ড পরিমাণ। নিজের কাজ অন্যের সহায়তা ছাড়া নিজেই করতে চাইতেন। অন্যের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকার মনোভাব ফাদার মার্শেলের মধ্যে নেই বললেই চলে। অসুস্থ থাকলেও অন্যকে কখনো জানতে দেন না। এমনকি বছরে দু'একবার একাকী বেণীদুয়ারে নিজের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন।

মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন এক সময় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেলের দায়িত্বও পালন করেন। বয়স হবার সাথে সাথে তিনি রহনপুর, লুইসপাড়া ও ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল পুরোহিত ও মুশরইল সেমিনারীতে আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন। মন্সিনিয়রের ডায়াবেটিস রোগ তাকে দুর্বল করে ফেলে। তবু প্রায়ই তিনি হাঁটতে বের হন। বিশপ হাউজ থেকে মাঝে মাঝেই পাস্টোরাল সেন্টারে চলে আসতেন। পুকুরপাড়ে নয়তো অন্য কোথাও একাকী বসে থাকতেন। আমি বরাবরই মন্সিনিয়র বলে সম্বোধন করি। আর এতে তিনি খুব খুশি হন। দেখা হলেই বলি, মন্সিনিয়র চলেন কফি খাই। আর মন্সিনিয়র বাধ্য শিশুর মতো কফি খেতে খাবার ঘরে প্রবেশ করতেন। এক সময় মন্সিনিয়রের মাছ মারার নেশা ছিলো খুব। পাস্টোরাল সেন্টারে বরশি ফেলতে বললে বলতেন, এখন আর শরীর চলে না।

মন্সিনিয়র মার্শেলকে মন্সিনিয়র উপাধি দেওয়ার বছর আমি ক্যাথিড্রালে রিজেন্সি করি। খ্রিস্টযাগের পর তিনি যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন তা আমার এখনো মনে পড়ে। উনার বলা কথাগুলো ছিলো অনেকটা এই রকম, মন্সিনিয়র উপাধি পাবার যোগ্য আমি নই। তবে মণ্ডলী আমাকে সম্মান জানিয়ে ও ভালোবেসে এই উপাধি দিয়েছেন। আমার অন্তর আনন্দে ভরপুর। আমি মণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ। মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরোহিত। বেশ কয়েক বছর যাবৎ ডায়াবেটিসের কারণে অন্যান্য অসুস্থতাও মন্সিনিয়রকে আঁকড়ে ধরেছিলো। প্রায়ই উনার শরীরের সুগার কমে যেতো। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়লে ইসলামিয়া হাসপাতালে আইসিউতে ভর্তি করানো হয় এবং পরবর্তীতে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে বদলী করালে ২১ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশদিন যাবত আইসিউতে অসুস্থতার সাথে যুদ্ধ করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মন্সিনিয়র মাশেল ফিলিপ তপ্ন নিখাদ সাদামনের মানুষ হিসাবেই যাজকীয় জীবনটা কাটিয়েছেন। চাওয়ার-পাওয়ার বহু ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। নিঃস্বতার মধ্যে যে আনন্দ তা উপলব্ধি করেছেন জীবনাচরণে। নীরবতায় বহু উত্তর যে অনায়াসে দেওয়া যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ মন্সিনিয়র মার্শেল তপ্ন। উনার নিকট থেকে শেখার অনেক কিছু রয়েছে।

(পূর্বপ্রকাশিত: বরেন্দ্র দূত, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অনলাইন পত্রিকা)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০ মে,২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসি্এ একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ দক্ষ, উদ্যমী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করছে ঃ

পদের বিবরণ ও দায়িত্ব কর্তব্যসমূহঃ	প্রয়োজনীয় শর্তাবলীঃ
● পদের নাম ঃ সঙ্গীত শিক্ষক (খণ্ডকালীন-নারী) ● কর্ম এলাকা ঃ গ্রীণ রোড কর্ম এলাকা ● বয়স ঃ ২৫ - ৪০ বছর **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ** ● নিয়মিত সঙ্গীত ক্লাস পরিচালনা । ● কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত ও আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষণ নিশ্চিতকরন। ● স্বত:স্ফুর্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও অনুশীলন। ● যোগাযোগ দক্ষতা ও অভিযোজন ক্ষমতা। ● শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, প্রতিযোগিতা ও সংগঠনের বিভিন্ন আয়োজনে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখা।	● শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাশ এবং সঙ্গীত বিষয়ে সনদ প্রাপ্ত/ ডিপ্লোমা/শিল্পকলা ও শিশু একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ সনদ প্রাপ্ত ● অভিজ্ঞ প্রার্থীদরে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য
● পদের নাম ঃ বিউটিশিয়ান ● কর্ম এলাকা ঃ গ্রীণ রোড কর্ম এলাকা ● বয়স ঃ ২৫ - ৩৫ বছর **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহঃ** ● বিশেষতঃ পার্টি মেকআপ, বউ সাজানো এবং হেয়ার স্টাইলে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে।	● শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে এসএসসি পাশ। ● কম পক্ষে ১ বৎসর সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি : বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি জমা দিতে হবে।
- দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরন করতে হবে।

কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫, ই-মেইলঃ
dhakaywca@gmail.com

YWCA

বিপ্র/১১১/২৫

(পূর্বের ১৫ সংখ্যার পর)

কুমারী মারীয়া : কাথলিক বিশ্বাস ও কুমারী মারীয়াকে ঘিরে ভ্রান্ত ধারণার এক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা

পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও

গ। আমরা কেন রোজারি প্রার্থনা করি: কুমারী মারীয়া কি আমাদের প্রার্থনা শুনতে পারেন?

হয়তো আরও জ্ঞানী ও একাডেমিক কোন প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যক্তি থাকলে আমাকে থামানোর জন্য আরও অনেক বাইবেলের ভার্স আনার চেষ্টা করতো এবং এসব উল্লেখিত ভার্সের অন্য ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করতো, তবে আমার বন্ধু তা করলো না বরং সে এবার আমাকে আক্রমণ করল মা মারীয়ার কাছে যে প্রার্থনাটি আছে, তা নিয়ে। সে বলল, তোমরা যে মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা কর, তা কি বাইবেলে আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে।

সে বলল, অসম্ভব!

আমি বললাম, যদি প্রমাণ করে দেখাতে পারি?

সে বলল, এগুলো তোমাদের বানানো প্রার্থনা, কখনোই বাইবেলে এমন কোন প্রার্থনা আমাদের আমাদের প্রভু যিশু শিখিয়ে জাননি।

আমি তার জবাবে বললাম, যিশু আমাদেরকে যেই প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তা তো আছেই, তার সাথে সাথে কাথলিক মণ্ডলী আমাদেরকে ‘প্রণাম মারীয়া’ নামে যে প্রার্থনাটি শিখিয়েছেন, তাও সরাসরি বাইবেল থেকে নেয়া এবং আমরা যে রোজারি মালা প্রার্থনাটি করি, তা সমগ্র খ্রিস্টানদের প্রার্থনা-সমগ্রের মধ্যে অন্যতম প্রার্থনা, যেখানে এতো অল্প পরিসরে হয়েও যিশুর শিক্ষা, জীবন নিয়ে এতো বিস্তারিত ধ্যান করতে সাহায্য করে। এর থেকে হয়তো গুণের দিক থেকে খ্রিস্টযজ্ঞসহ এমন আরও কিছু আরাধনা আছে, তবে রোজারি মালা প্রার্থনা মানেই হলো বাইবেল পড়া যা এতো অল্প সময়ের মধ্যে তুমি বাইবেলের এতো বিস্তৃত অংশ জুড়ে পড়তে পারবে না।

আমার এই কথা শুনে সে শব্দ করে হেসে উঠল এবং বলল, হাউ ফানি!

আমি বললাম, আচ্ছা, তুমি কি কখনো খুঁজে দেখেছ, আমাদের রোজারি মালা প্রার্থনায় কি কি আছে এবং আমরা আসলে যে “প্রণাম মারীয়া” প্রার্থনাটি করি, তার ভিতরে কি আছে?

সে বলল, না।

আমি বললাম, যা কখনো খুলে দেখনি, তা নিয়ে কটাক্ষ করতে এসেছ আমার সাথে? আমি কিন্তু তোমাদের সব কিছুই জানি এবং পড়েছি।

সে এর কোন উত্তর দিল না কিংবা বলতে পারেন, আমি তাকে সেই সুযোগ দেইনি। আমি তাকে বললাম, তুমি কি জানো, এই মালা প্রার্থনাটি কীভাবে আমাদের মণ্ডলীতে এসেছে?

সে বলল, না, এই ব্যাপারে আমার ধারণা নেই।

আমি তাকে বললাম, এটা নিয়ে আমি তোমার সাথে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব, যেন তোমার মৃত্যু অবধি এটি নিয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন না থাকে আর কখনো যেন নিজ জ্ঞানে-বুঝে-শুনে অন্য কোন কাথলিক কিংবা অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের আক্রমণ না করতে পারো।

সে এবার আমাকে বলল, আমি তোমাকে আক্রমণ করছি না!

আমি বললাম, তোমাদের কথা অনুসারে আমরা তো আসল খ্রিস্টানও না! তাই না?

সে এবার মুচকি হাসল।

আমি বললাম, চলো - তোমাকে আমাদের রোজারি মালা নিয়ে বলি।

সে বলল, ওকে। লেটস সি!

আমি আমার ল্যাপটপ খুলে আমারই লেখা একটি আর্টিকেল খুলে আমি বলা শুরু করলাম (আপনাদের সুবিধার্থে আমি এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি এখন এমন ভাবে তুলে ধরব যেন এটি কোন কথোপকথন বলে মনে না হয় বরং পদ্য পড়ার মতোই হয়) -

গ-১ - সামসঙ্গীত থেকে রোজারি মালা: এক সুদীর্ঘ পথযাত্রা

তুমি তো রাজা দাউদের কথা শুনেছ, যিনি কিনা প্রথম জীবনে মেষপালক ছিলেন (১০৫০-১০২০ খ্রিস্টপূর্ব), তারপর ১০২০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়কালে রাজা সৌল কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে ১০০০-৯৭০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে রাজা হিসেবে রাজত্ব করেছেন। (আপনাদের উদ্দেশ্যে শুধু বলে রাখছি, আমি সেই দাউদের কথা বলছি, যিনি গলিয়াথকে একটি গুলির (নরম পাথর/গোলাকার পাথর) আঘাতে হত্যা করেছিলেন (১ শামূয়েল ১৭:৪০-৫১) এবং তাঁর আরও বড় ভাই থাকা সত্ত্বেও প্রবক্তা শামূয়েল সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানের মাথায় তেল মেখে ইসরায়েল বংশের পরবর্তি রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন)। আর এই দাউদই পরবর্তিতে নানা সময়ে ১৫০টি সামসঙ্গীতের মধ্যে প্রায় ৭৩টি লিখেছিলেন (বাকিগুলো মোশী, আসাফ, করহর বংশীয়গণ এবং অন্যান্যরা লিখেছেন)।

এই সামসঙ্গীতগুলোই পরবর্তিতে ইহুদীদের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনায় নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে হাজার বছর ধরে চলছিল। তারা গান করে করে এই সামসঙ্গীতগুলো আবৃতি করতেন যা পরবর্তিতে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যেও প্রচলিত হয়।

যদিও ১৫০টি সামসঙ্গীত পড়ার প্রচলন সাধারণ মানুষের মধ্যে অতোটা চালু ছিল না, তবে তা প্রধানত খ্রিস্টান সন্ন্যাসী (Monks) এবং গির্জার ধর্মযাজকরাই (Clergy) পড়ে থাকতো। বিশেষভাবে, বেনেডিক্টাইন, কার্থুসিয়ান এবং সিস্টারসিয়ান সন্ন্যাসীরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সামসঙ্গীত আবৃত্তি করতেন। মঠবাসী (Monastic) খ্রিস্টানরা, বিশেষ করে মধ্যযুগের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও, দৈনিক প্রার্থনার (Divine Office ev Liturgy of the Hours) অংশ হিসেবে গীতসংহিতা পাঠ করতেন।

হেসিক্যাসম মুভমেন্ট: পরবর্তিতে ধ্যান ও নীরব প্রার্থনার পদ্ধতি অনুশীলনে ৪র্থ শতাব্দীর দিকে হেসিক্যাসম মুভমেন্ট (Hesychasm Movement) নামে (অর্থোডক্স চার্চের) সেন্ট অ্যান্থনি দ্য গ্রেট (St. Anthony the Great) এবং ইভাগ্রিয়াস পন্টিকাস (Evagrius Ponticus) একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেন, যেখানে আরাধনা ও প্রার্থনা শুধুমাত্র ১৫০টি সামসঙ্গীত এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উনারা প্রভু যিশুর শেখানো ‘প্রভুর প্রার্থনা’ আবৃত্তি করার রীতি শুরু করেন। প্রথমদিকে উনারা “প্রভু যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আমাকে, পাপীকে দয়া করো” (Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner) বলে জপ করতেন এবং ‘চটকি’ বা ‘কোম্ভোসকিনি’ (Komboskini) নামে একটি প্রার্থনার দড়ি ব্যবহার করতেন, যাতে সাধারণত ১০০, ৩০০, বা ১০০০ গিঁট থাকত, প্রতিটি গিঁটে একবার করে এই প্রার্থনা জপ করা হতো। আর এই ‘প্রভুর প্রার্থনা” জপ করার প্রচলনটি

১৪শ শতকের দিকে সেন্ট গ্রেগরি পলামাস (St. Gregory Palamas, 1296–1359)-এর মাধ্যমে সার্বিকভাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেনেডিক্টাইন মুভমেন্ট: হেসিক্যাসম মুভমেন্ট (Hesychasm Movement) এর মতো প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা সন্ন্যাসীদের জন্য সেন্ট বেনেডিক্ট অফ নুরসিয়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে বেনেডিক্টাইন মুভমেন্ট শুরু করেন, যা পরবর্তীতে বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মূল চর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন্ট বেনেডিক্ট (৬ষ্ঠ শতক) প্রার্থনার জীবনকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্যে Rule of Saint Benedict তৈরি করেন যেখানে তিনি কোন একটি দিনকে আটটি ভাগে ভাগ করেন (Matins, Lauds, Prime, Terce, Sext, None, Vespers, and Compline), এবং এই প্রথা অনুসরণ করে সন্ন্যাসীরা সাপ্তাহিকভাবে পুরো ১৫০টি সামসঙ্গীত পাঠ করতেন। বলে রাখা ভালো, অতো জনপ্রিয় না হলেও এর মধ্যে ‘প্রভুর প্রার্থনা’ (Our Father) ও অন্যান্য প্রার্থনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই মুহূর্তে আপনারা হয়তো ভেবে থাকতে পারেন, কেন বারবার সামসঙ্গীত এর কথা আসছে। তার কারণ হলো, আজকে আমরা যে প্রভুর প্রার্থনা কিংবা প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাগুলো করি, তার আসল উৎস লুকিয়ে আছে আদি মণ্ডলীর এভাবে সামসঙ্গীত প্রার্থনার মধ্য দিয়েই।

ইতিমধ্যেই এটি বলা হয়েছে যে, প্রাত্যহিক দিনের প্রার্থনার জন্য সামসঙ্গীত আবৃতি করা হতো কিন্তু পুরো ১৫০টি সামসঙ্গীত মুখস্ত করে বলা কঠিন। যারা সাধারণ খ্রিস্টভক্ত, তাদের দৈনন্দিন প্রার্থনার জন্য সামসঙ্গীত যেহেতু সহজ কিছু ছিল না, কিন্তু প্রভুর প্রার্থনার যেহেতু সহজে মুখস্ত করা যায়, আবার যেকোন সময় মনে মনে জপও করা যায় - এমন কিছু কারণে এভাবেই সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের কাছে এই প্রভুর প্রার্থনাটি (হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা) জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

তবে তখন পর্যন্তও ‘প্রণাম মারীয়া’ প্রার্থনাটি মণ্ডলীতে আসেনি। মা মারীয়ার প্রতি সম্মান ও উনার নিকট প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ৩য় শতাব্দীর দিকে ‘Sub tuum praesidium’ নামে একটি প্রাচীন প্রার্থনা পাওয়া যায় তবে তা আজকের দিনের ‘প্রণাম মারীয়া’ না (Michael Brannick, "The Development of the Hail Mary Prayer," Catholic Historical Review, 1976; Anne Griffin, "Mary in Early Christian Liturgy," Journal of Early Christian Studies, 1988)।

তবে ৬ষ্ঠ শতকের দিকে চার্চে liturgical প্রার্থনার অংশ হিসেবে হেইল মেরী প্রার্থনার একটি প্রাথমিক রূপ দেখা যায় (Michael Brannick, "The Development of the Hail Mary Prayer", Catholic Historical Review, 1976)। তখনকার liturgical ম্যানুস্ক্রিপ্ট ও উপাসনা সঙ্গীত (hymns) থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, কুমারী মারীয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রাচ্যমণ্ডলীতে ইস্টার্ন প্রাধান্য পেয়েছিল। তবে মজার বিষয় হল, তখন কিন্তু আজকের মতো প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটি বলা হতো না, বরং ‘প্রণাম মারীয়া’ প্রার্থনাটির প্রথম অংশ (প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তামার সহায়, তুমি নারীকূলে ধন্যা, তোমার গর্ভফল যীশুও ধন্য) আবৃতি করা হত।

এরপর পশ্চিমা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটির প্রথম অংশ ১১-১৩ শতকে বিস্তার ও বিকাশ লাভ করতে থাকে - বিশেষ করে সিস্টারসিয়ান ও বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসীদের মধ্যে। এরপর ১১৭০-১২২১ খ্রিস্টাব্দের দিকে সেন্ট ডমিনিক এবং পরবর্তীতে ডমিনিকান ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রভাবের মাধ্যমে এই প্রার্থনাটি ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমরা Anne Griffin, "Mary in Early Christian Liturgy", Journal of Early Christian Studies, 1988 এর সূত্রে জানতে পারি, প্রায় ১১৯৮-১২০৪ খ্রিস্টাব্দের প্যারিস কাউন্সিল এবং ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দের অক্সফোর্ড সিনডে এই প্রার্থনার প্রথম গঠিত রূপ (দ্বিতীয় অংশ ছাড়া) চার্চ কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। ধীরে ধীরে প্রার্থনার শেষের অংশ যোগ হতে থাকে এবং ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে, ডমিনিকান প্রচারক সেন্ট বার্নার্দিনো অফ সিয়েনা এই অনুরোধমূলক বাক্যাংশ যোগ করার আহ্বান জানান।

আমার মতে, প্রভুর প্রার্থনার যেহেতু দুটি অংশ, যেখানে প্রথম অংশ ঈশ্বরের জয়গান ও দ্বিতীয় অংশে আমাদের মিনতি প্রার্থনা যুক্ত - হয়তো এই জন্যে প্রণাম মারীয়া প্রার্থনার প্রথম অংশে মা মারীয়ার কাছে আনন্দ সংবাদ ও মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা উল্লেখ আছে, আর দ্বিতীয় অংশে তারই স্বরূপ আমাদের আকুতি-মিনতির অনুরোধমূলক বাক্যাংশ যোগ করার ধারণা মাথায় আসে।

১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে, পোপ পঞ্চম পিউস রোমান ব্রিভিয়ারিতে প্রণাম মারীয়া/হেইল মেরী প্রার্থনার পূর্ণ সংস্করণ (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশসহ) অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এভাবে কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলীতে প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা একটি আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ী অবস্থান লাভ করে। *(চলবে)*

---

১২ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

ভাই ও বোন হিসেবে একসঙ্গে একটি জনগণ হয়ে এসো, আমরা ঈশ্বরের দিকে পথ চলি এবং পরস্পরকে ভালোবাসি।

(১০) উপসংহার:

পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর পোপীয় কার্যকালে কোন পথে চলবেন তা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রধান বিষয় গুলো আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

(ক) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান: “খ্রিস্টমণ্ডলী”কে অনুসরণ। পালকীয় সংবিধান “আধুনিক জগতে মণ্ডলী” অনুসরণ।

(খ) পোপ ফ্রান্সিসের “মঙ্গলবার্তার আনন্দ”– বিশ্বজনীন পত্রের নির্দেশনা

(গ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে

(ঘ) সংলাপের মাধ্যমে সকলের সাথে সেতুবন্ধন নির্মাণ

(ঙ) বর্তমান শিল্প-বিপ্লব বিশেষ করে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” ও অন্যান্য উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মানবব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা।

(চ) মণ্ডলীর বাসনা থাকবে: ভালোবাসা ও একতা যা চিহ্ন ও খামি হয়ে কাজ করা।

(ছ) মণ্ডলী হবে মিশনারী

(জ) জগতের মধ্যে মণ্ডলীর মিশন হচ্ছে: শান্তি, ন্যায্যতা, সততা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

Sources:

1. Pope Leo XIV: 'Peace be with all of you' – First Greetings after the Election

2. Gerard O’Connell, Pope Leo XIV first Sunday blessing: Appeals for peace, vocations and happy Mother’s Day, May 11, 2025.

3. Dr. Richard Declue, Pope Leo XIV Addresses Diplomatic Corps, Vatican, May 16, 2025

4. Matthew Dunch Pope Leo XIV can bring Catholic social teaching into the A.I. age, May 15, 2025

5. Pope Leo XIV’s homily at the Mass for the Initiation of the Petrine Ministry in St. Peter's Square on Sunday, May 18, after being elected the 267th successor of St. Peter on May 8. Vatican City, May 18, 2025

রুমাল

সুনীল পেরেরা

দু'জনে হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ হাঁটল ফাগুনের বসন্ত মেলায়। পিনুর খোঁপায় লাল টকটকে রক্তগোলাপ। আলতা মাখা সুখি পায়ে লাল সেন্ডেল, মাথায় শিউলি ফুলের শুভ্র মুকুট। পুলকের প্রেমিক কণ্ঠে ভালোবাসার গান। ওরা মুখোমুখি বসে দু'জনে। পুলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে পিনুর অবারিত রূপমাধুরী। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে মেয়েদের হয়তো ভালোই লাগে। পুরুষের চোখেই তো মেয়েদের মনের আয়না। এবার পিনু শব্দহীনভাবে আলতো করে হাসে। যেমনটি শিশুরা কোন অপরাধ করে ধরা পড়ে গেলে হাসে। পুলক সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে পিনুর চোখে অপরাধের এতটুকু ছায়া নেই, বরং খুশিতে তার মুখ চকচক করছে। হয়তো বা মনের আয়নায় শৈশবের পুতুল খেলার বিয়ের সুখ স্মৃতি মনে পড়েছে। নবীন হৃদয়ে সব কিছুতেই বিস্ময় জাগে।

এবার পুলক এগিয়ে এসে পিনুর গা ঘেষে বসে। তার হাতের আলতো পরশেই পিনুর ফাগুল-প্রেমিক মনে শিহরণ জেগে ওঠে।

-পিনু। আমাকে ভালোবাসো এ কথাটা কি একবারও বলবে না?

পিনুর কোন সাড়া নেই। এই মুহূর্তে সে স্বপ্ন ছোঁয়া সুখি অনুভূতিটা নষ্ট করতে রাজি নয়। পিনুর চোখে ভয় মাখানো সারল্য। সে তার পলিমাটির মত মসৃণ দেহটা এলিয়ে দেয় পুলকের কাঁধে। বলে- আমি ফাগুন এলেই শান্ত সকালে স্বপ্নচারির মত রোজ হেঁটে যাই বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটির কাছে। দেখি, কৃষ্ণচূড়ার ছন্দে অন্যান্য গাছ-গাছালিও বাতাসে দোল খায়, জড়াজড়ি করে। ফাগুন এলেই যেন প্রকৃতিও প্রেমিক হয়ে যায় ফুলে ফুলে। পিনুর নরম হাতে হাত রাখে পুলক। সেও প্রেম রসে সিক্ত হয়ে পিনুর আরও ঘনিষ্ট হতে চেষ্টা করে। ঠিক তখনই গাছের পাতার আড়ালে লুকানো একটা কাক কর্কশ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। চমকে ভীত হয়ে পুলককে জড়িয়ে ধরে পিনু। মেয়েরা ভয় পেলে কিন্তু তাদের চোখে মুখে এক ধরণের রূপ ফুঁটে ওঠে। পিনুর এমনিই কিশোরী-মোহন রূপে মুগ্ধ পুলক। এসময়.......

-স্যার! নেন না দুইটা ফুলের মালা। ফুলের মালা হাতে সামনে পড়াতে শুরু করেছে। পুলক মেয়েটির কথায় পুলকিত হয়। হাত বাড়িয়ে নিজেই দু'টো মালা নিয়ে পিনুর মাথায় জড়িয়ে দেয়। পিনু কোন বাঁধা দেয় না। মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় পুলকের কোলে মাথাটি এলিয়ে দেয়।

একটু পরে পুলক অনুভব করে তার হাত ভিজে যাচ্ছে। পিনু কাঁদছে। কাঁদছে আনন্দে, তাই সুখের ছোঁয়ায় অমল অশ্রু ঝরছে। পুলক তবুও কিছু বলে না। কাঁদুক পিনুর যতক্ষণ ইচ্ছে। বুকের মাঝে প্রিয়ার চোখের জল সে তো আনন্দের আর ভালোবাসার উপহার।

হঠাৎ পুলকের চোখ গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্যের উপর। অদূরে টুসটুসে চেহারার গবেট মার্কা একটা লোক এক দৃষ্টে তাকিয়ে আসছে একটা কাকের দিকে। জ্বলন্ত বহ্নি শিখার মত ঠায় দণ্ডায়মান যেন শাশ্বত জীবনের অতন্দ্র প্রহরী। পাশেই বেঞ্চিতে বসে আছে চুল ছাড়া এক আধুনিক নারী, হয়তো তার বউ। ঠিক যেন ক্লিওপেট্রার বাঙালি সংস্করণ। মহিলা পুলকের দিকে কিঞ্চিৎ তাকিয়ে গালে টোল ফেলে হাসল। এতে পুলক মনে মনে পুলকিত হলো। বেশ কিছুক্ষণ এই লুকোচুরি চলল।

এবার মুখে তুলে তাকিয়ে পিনু রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রাগত স্বরে বলল, একটা যুবতী মেয়ে তোমার তপ্ত বুকে মাথা রেখে বসে আছে আর তুমি একটা.......

এর বেশি আর বলতে পারল না পিনু। পুলক এবার শান্ত গলায় বলল- আজকে তোমাকে একটা বিরল দৃশ্য দেখাবো, যা দেখে তুমি না হেসে পারবে না। ঐ মহিলার পাশে খাম্বার মত দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তাকিয়ে আছে একটা কাকের দিকে, নিজের সুন্দরী বৌকে ফেলে।

লোকটার দিকে দৃষ্টি যেতেই এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় পিনু। পুলক বিচলিত হলো হঠাৎ পিনুর আচমকায়। ভাবল হয়তো পিনু রাগ করেছে তার উপর। কারণ সে এতক্ষণ ধরে তার বুকে মাথা রেখে বসেছিল, অথচ একটা মধুর সম্ভাষণ নয়, একটু আদর নয়, একেবারে, নিরেট, নির্বাক, নিরাসক্ত প্রতিমূর্তি। তাই সে ক্ষমার ভঙ্গিমায় হাত জোড় করে বলল, স্যরি পিনু।

এবার পিনু আরও তেঁতে উঠল। স্যরিটরি রাখো, আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আর তুমি ন্যাকামি করছ। ঐ গবেট মার্কা লোকটা আমার.....ঐ উটকো লোকটা তোমার- মানে তোমার প্রাক্তন প্রেমিক? বলেই টিপটিপ করে হাসছে পুলক।

-পুলক তুমি আমার বিপদে হাসছ? আসলে ঐ লোকটা কাকের দিকে তাকালোর ভান করে আমাকেই ফলো করছিল এতক্ষণ। হয়তো ছবিও তুলেছে। এক্ষুণি সে মাকে ফোন করে দেবে।

আহা তুমি এত নার্ভাস হচ্ছো কেন? তবে কি তোমার জন্য অন্য কোন রাজপুত্র ঠিক করে রেখেছেন তোমার মা?

আহা তা নয়। লোকটা আমার মামা। আপন মামা নয়। মার পাশের বাড়িতে কাকাতো ভাই।

আমি বুঝতে পারছি না পিনু ঐ লোকটাকে নিয়ে তোমার সমস্যা কি। সে তো তোমার মামা। সে কেন তোমার কোন ক্ষতি করবে? এবার পিনু শান্ত গলায় বলল-সুবু মানে সুবোধ মামা সভ্য, বিনয়ী ভদ্র লোক। এক সময় গলির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। শান্ত ভিজে গলায় কথা বলত তবে মাথায় ছিল চানক্যের বুদ্ধি। এলাকায় প্রতাপ-প্রতিপত্তি সবই ছিল। ক্ষমতার রদবদল হলেও এর ব্যত্যয় হয়নি কখনো। কাঁপানো গলায় বক্তৃতা দিতে সিদ্ধহস্ত। তার হাতে থাকত একটা ফুল তোলা সাদা রুমাল। সে রুমালটায় লেখা 'ভালোবাসি'। কিন্তু কখনো, কোনদিন কেউ ঘুণাক্ষরেও দেখেনি কাউকে প্রেম নিবেদন করতে। তবে ফিল্মস্টারের ন্যায় গ্লামারাস চেহারা ছিল তার। কিন্তু কে, কবে, কখন এ রুমাল তাকে উপহার দিয়েছে তার ইতিহাস কেউ জানে না।

-কেউ জানে না। তবে রুমালে 'ভালোবাসি' লেখা যে রয়েছে সেটা তুমি জানলে কি করে? তাহলে কি তুমি ঐ আইবুড়ো লোকটার সাথে প্রেম করেছিলে?

পুলকের কণ্ঠে অবিশ্বাসের উচ্চারণ।

–বিশ্বাস করো পুলক, আমি কোন দিন তার সাথে একটা কথাও বলিনি। পিনুর কণ্ঠে কাতর মিনুতি।

–মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না, কথাটা তুমিই আমাকে কয়েকবার বলেছ। আসলে ভালোবাসা.......

এবার, বাধা দিয়ে পিনু বলে, ভালোবাসাটা কিছু হয়নি। আসল ব্যাপার একটা রুমাল। মানে ঐ রুমালটা।

-একবার এক বিয়ে বাড়িতে গায়ে হলুদের রাতে নাচতে গিয়ে তাল সামাল দিতে না পেরে সুবু মামা আমার উপর পড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। নাচ থেমে গেলে আমি দ্রুত চলে আসি। দেখি আমার রুমালটা নেই। রুমালটায় লেখা ছিল 'ভালোবাসি'। এর ক'দিন পরেই এক স্নিগ্ধ দুপুরে পথের ধারে আমাকে প্রেম নিবেদন 'আই লাভ ইউ' বলে। আমি বিস্ময়ে দেখলাম মামার হাতে আমার হারানো রুমালটা।

বাহ্! চমৎকার ভালোবাসা। আমি এই মুহূর্তে ভাবছি, এই রোমান্টিক প্রেম কাহিনী নিয়ে একটা নাটক লিখব, যার টাইটেল হবে 'রুমাল'। পুলকের এ হেন বিদ্রুপে পিনু প্রায় কাঁদো কাঁদো। ঠিক এ সময় দু'জনের চক্ষু কপালে। সুবু মামা এক পা দুই পা করে তাদের দিকেই আসছে। তার হাতের সাদা রুমালটি ঠিক সারেঙ্গারের ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে মিটিমিটি রহস্যময় হাসি। তারপর ক্ষমা চাওয়ার মত বিনীত কণ্ঠে বলল, 'পিনুর কাছ থেকে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে মনের কষ্টে দুই বছর বিদেশে পালিয়ে থেকেও ভুলতে পারি নি। তাই আবার ফিরে এসেছি এই রুমালটা ফেরত দিতে।" পুলক নির্বাক। পিনু কাঁপছে মনের শঙ্কায়।

লোকটা এবার নাটকীয় ভঙ্গিতে রুমালটা পুলকের হাতে তুলে দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে চলে গেল। পুলক আড় চোখে লক্ষ্য করেছে সুবু মামার চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

এবার হঠাৎ করে পুলক চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে, 'ভালোবাসি-ভালোবাসি'। হাতের রুমালটা আকাশে উড়িয়ে দিয়ে পিনুকে ধরে নাচতে থাকে ভালোবাসার আনন্দে। সুবু মামা ততক্ষণে জনতার স্রোতে হারিয়ে গেছে অনেক দূরে।

ছোটদের আসর

হাসুর বুদ্ধি

এক ছোট্ট গ্রামে বাস করত হাসু নামের এক দরিদ্র কৃষক। সে ছিল অল্পশিক্ষিত, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী। হাসুর সংসারে ছিল বৃদ্ধা মা আর ছোট দুই ভাই। সারাদিন মাঠে কাজ করেই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হতো। একবার গ্রামের হাটে ঘোষণা এলো, “এই শনিবার হাটে এক বড় প্রতিযোগিতা হবে। যার বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে হারাতে পারবে, তাকে একজোড়া গরু আর এক বস্তা চাল পুরস্কার দেওয়া হবে।”

হাসু ভাবল, “এই প্রতিযোগিতায় যদি জিততে পারি, তাহলে সংসারের কষ্ট কিছুটা হলেও কমবে।”

হাটের দিন

শনিবার সকালবেলা হাসু তার সাদা লুঙ্গি আর পুরোনো পাঞ্জাবি পরে হাটে গেল। হাটে গিয়ে দেখে, অনেক বড়লোক আর শিক্ষিত মানুষ এসেছে। সবার মুখে নানা জটিল কথা।

একজন ধনী জমিদার দাঁড়িয়ে বলল,

“প্রশ্ন সহজ নয়। দেখি কে পারো উত্তর দিতে।”

প্রথম প্রশ্ন করল সে,

“এক গাছের ডালে তিনটি পাখি বসে আছে। একটিকে যদি শিকারি গুলি করে, তাহলে কতটি পাখি থাকবে?”

সবাই বলতে লাগল:

-দুইটি!

-একটি!

-তিনটি থাকবে, কারণ বাকি দু'টি ভয় পেয়ে উড়বে না!

হাসু ধীরে সুস্থে বলল,

“একটিও থাকবে না। কারণ একটিকে গুলি করলে বাকি দু'টি ভয় পেয়ে উড়ে যাবে।”

সবাই অবাক! জমিদার মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক!”

দ্বিতীয় প্রশ্ন

এরপর জমিদার বলল,

“তুমি যদি চুরি না করো, মিথ্যা না বলো, আর কারও ক্ষতি না করো, তাও তুমি শাস্তি পেতে পারো কেন?”

সবাই চুপ। কিন্তু হাসু শান্ত গলায় বলল,

“কারণ আমি গরিব। গরিবের সত্য কেউ শোনে না, আর ধনীর মিথ্যা হয় ন্যায়।”

হাট জুড়ে নিরবতা। জমিদার চোখ ছোট করে বলল, “তুমি সত্যি খুব বুদ্ধিমান। তবে শেষ প্রশ্নটা সবচেয়ে কঠিন।”

তৃতীয় প্রশ্ন

“তোমার সামনে দু'টি পথ একটি সোজা কিন্তু কাঁটা ভরা, অন্যটি মোচড়ানো কিন্তু ফুলে ভরা। কোন পথে যাবে তুমি?”

হাসু একটু হাসল। বলল,

“আমি কাঁটার পথেই যাব। কারণ সোজা পথে হেঁটে আমি শিখতে পারব ধৈর্য, শক্তি আর বাঁচার আসল উপায়।

সবাই হাততালি দিল। জমিদার উঠে এসে বলল,

“আজ থেকে তুমি আমার অতিথি। তুমি গরিব, কিন্তু তোমার মনে আছে জ্ঞানের ধন। এই গরু আর চাল তোমার প্রাপ্য।”

সেই থেকে...

হাসুর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধনী লোকেরা তার কাছে পরামর্শ নিতে আসতে শুরু করে। হাসু সবসময় বলত, “জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো সততা আর বুদ্ধি। টাকা তো শুধু সময়ের অতিথি।”

শিক্ষা: জ্ঞান ও সততার মূল্য কখনো হারায় না। ধন-সম্পদ না থাকলেও মানুষ তার বিবেক আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সবার মাঝে সম্মান অর্জন করতে পারে।

- প্রতিবেশী ডেস্ক

দৌঁড়

মিল্টন রোজারিও

আমি দৌঁড়াচ্ছি
তুমি দৌঁড়াচ্ছো
আমরা সবাই দৌঁড়াচ্ছি
ভীষণ দৌঁড়াচ্ছি
লাগামহীন টাট্টুর মত
চেয়ে চেয়ে দেখছি সবই
তবু দৌঁড়াচ্ছি।
তারের খাম্বাগুলো চিরুনী দাঁতের মত
আমার সাথে যেন দৌঁড়ুচ্ছে
একই সাথে সবাই দৌঁড়ুচ্ছে।
দৌঁড়াতেই হবে
থেমে থাকার কোন উপায় নেই এখানে।
কে না দৌঁড়াচ্ছে?
দেশের সব আবালবনিতা
যাকে বলে আম-জনতা
শুধু একটু বাঁচার জন্য
দৌঁড়াচ্ছি উদ্ভ্রান্তের মত
থেমে গেলেই পদদলিত
পদপৃষ্ঠ হয়ে পরপারে
ন্যায্যমূল্যের চাল ডাল নুনের জন্য।
কেউ কেউ দৌঁড়ায়
দেশ থেকে দেশান্তরে
সকালে এখানে তো
বিকেলে অন্য দিগন্তে
তবুও নিস্তার নেই,
সবখানে দৌঁড়াতে হবে
নইলে স্বপ্নপূরণ হবে না
সোনার হরিণ ছোঁয়ার বাহিরে।
কেউ কেউ দৌঁড়াচ্ছে চাতুরতায়
ঘরবাড়ি পরিবার তুচ্ছ জ্ঞানে
মানবতার উর্ধ্বে উঠে,
সুশীল সমাজের শ্যান দৃষ্টি
হানে তাদের দিকে।
মানুষ অমানুষে করে ভেদাভেদ
যাদের দৌঁড় হায় না তাড়িত মৃগসম
আইনের ঘোড়া ছুঁটে পিছে অন্ধের মত
তাদেরকে দৌঁড়াতে হয় বলে
অথচ তারাই পালে আইন পকেটে
দৌঁড়টা শুধু লোক দেখানো!

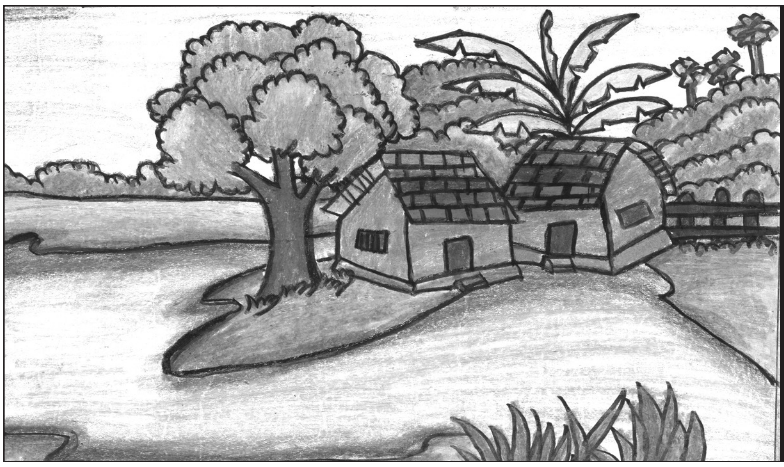

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গাজায় খ্রিস্টান এক তরুণীর আশাঃ যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন শিঘ্রই শেষ হবে

২০তম জন্মদিন পালনের প্রাক্কালে হিল্ডা যোসেফ নামে গাজার একজন তরুণী যুদ্ধের ভয়াবহতা সত্ত্বেও শিঘ্রই যুদ্ধ অবসানের ক্ষীণ আশার কথা ব্যক্ত করে । হিল্ডা যোসেফ আয়্যাদ গাজার পবিত্র পরিবার কাথলিক ধর্মপল্লীর অধিবাসী, যে যুদ্ধের কারণে ধর্মপল্লীতে আশ্রয় নিয়েছে। ২৪ মে তার ২০তম জন্মদিনে সে তার অনুভূতি ও আশার কথা তুলে ধরে বলে;

এই রাত, যা আমার জীবনের নতুন এক দশকের সূচনা উপলক্ষে উদ্‌যাপন হবার কথা ছিল - সেই রাত আমি কাটাচ্ছি বিচ্ছিন্ন ও হারানোর এক বেদনা নিয়ে। বিশ বছর যেন অতীতের ধ্বংসস্তূপের মাঝে এক বিবর্ণ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। আমার বাড়ি, যেখানে আমার শৈশব ও যৌবনের স্বপ্নেরা বেড়ে উঠেছিল এখন তা আমার স্মৃতিতে শুধুই এক বেদনার চিহ্ন। আমার জীবনের শুরু ও গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বছর যুদ্ধের নিষ্ঠুর ও নির্মম দুর্যোগে হারিয়ে গেছে। এই সময়গুলো আমিসহ আমার প্রজন্মের অসংখ্য তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যারা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু বাস্তবে কঠিন বাস্তবতায় বন্দী হয়েছে।

অনেক সময় আমি নিজেকে বিশ বছরের এক যুবতী ভাবলেও, আমার মন যেন বহুগুণ বেশি বয়সের ভার বহন করছে। আমি আর ফিরে যেতে পারি না আমার অতীতে যখন আমার স্বপ্নগুলো সহজ-সরল ও বাস্তবায়নযোগ্য ছিল। এখনও আমি শান্তিতে থাকতে পারিনা, কেননা চারিপাশের সমস্ত কিছু আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমি কি হারিয়েছি। ভবিষ্যতও ধোঁয়াটে, উত্তর না জানা বিভিন্ন প্রশ্নে ভরপুর।

তবুও এই ক্ষীণ অন্ধকারেও, এক ক্ষীণ আশার আলো আমার পথ আলোকিত করে। জীবনের শুরুতেই আমি হতাশায় নিমজ্জিত হতে রাজি নই। আহত কিন্তু দৃঢ় সংকল্পে পরিপূর্ণ এক হৃদয় নিয়ে আমি এখনও অপেক্ষা করছি দুঃস্বপ্ন শেষের সেই মুহূর্তের জন্য যা আমাদের স্বপ্নগুলোকে শ্বাসরোধ করে। আমি অপেক্ষা করছি সেদিনের জন্য, যেদিন আমি স্বাধীনতার সুবাস উপভোগ করতে পারবো, আমার চুরি হয়ে যাওয়া ভবিষ্যত গড়তে প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারবো এবং আমার হারিয়ে যাওয়া যৌবনের বছরগুলোকে দ্বিগুণ আনন্দ ও অধিকতর শক্তি নিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারবো।

আমার এই বিশতম জন্মদিন বার্ষিকী পালনের কোনো উদ্‌যাপন নয়, কিন্তু দৃঢ়তা ও প্রতিরোধের এক অবস্থান। এটি আমাদের যৌবন ও স্বপ্নের বিনিময়ে পরিশোধ করা মূল্য মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা যে, আমরা টিকে থাকবো এবং আশাবাদী থাকবো সেই ভবিষ্যতের প্রতি যা আমাদের জন্য ন্যায়বিচার, শান্তি এবং যা কিছু হারিয়ে গেছে তার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বয়ে আনবে।

আমার জীবনের এই নতুন দশকের শুরুতে, আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করি যে আসন্ন দিনগুলো আমাদের এই দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটাবে, আমাদের ঘরে আবার উষ্ণতা ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে এবং আমরা এই প্রজন্মের তরুণেরা - আমাদের স্বপ্নগুলো আবার পুনরুদ্ধার করতে পারবো এবং এমন একটি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারি যা আমাদের ত্যাগের মর্যাদা দেয়।

মঙ্গসমাচার ভিত্তিক কাজের জন্য পুরস্কৃত হলেন 'পলিন পুরস্কার- ২০২৫' এ ভূষিত হলের পাউলো রুফিনি

পোপীয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রিফেক্ট পাউলো রফিনি 'পলিন পুরস্কার-২০২৫' পেয়েছেন। তোমার অন্তরের আশা নম্রতার সাথে সহভাগিতা করো - ৫৯তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বার্তাকে প্রতিপাদ্য করে রোমের লুমসা ইউনিভার্সিটিতে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে যৌথভাবে ল্যাজিওর আঞ্চলিক সাংবাদিক সমিতি, ইউনিয়ন অফ ইতালিয়ান কাথলিক প্রেস (UCSI) এবং ওয়েবক্যাথলিক অব ইতালি (WeCa)। এই কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে পোপীয় শিক্ষা এবং নৈতিকতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

সম্মেলনে বক্তারা নতুন মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের নৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন এবং মঙ্গলসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ততা কিভাবে একজন পেশাজীবীকে পরিচালিত করতে পারে তা তুলে ধরেন। পলিন কমিউনিকেশন এণ্ড কালচার এসোসিয়েশনের সভাপতি সিস্টার পাওলা ফসন ড. পাউলো রুফিনিকে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের পলিন পুরস্কার তুলে দেন। সিস্টার পাওলা ড. রুফিনির অন্তর্ভূক্তিমূলক সংলাপীয় ধারায় বিভিন্ন মতামত বিনিময়ের ও মঙ্গলসমারের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশংসা করেন। যোগাযোগকে নিরস্ত্রীকরণ করার ও তা থেকে আগ্রাসন দূর করার পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানই ছিল সম্মেলনের মূল বিষয়। একই আহ্বান পোপ ১৪শ লিও ১২ মে মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের সময় পুর্নব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আসুন আমরা আমাদের কথা নিরস্ত্র করি, তাহলে আমরা পৃথিবীকে নিরস্ত্র করতে পারবো।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউট
মঠবাড়ি, উলুখোলা, নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজিপুর

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ দ্বারা পরিচালিত **ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউটে** ৩ বছর মেয়াদী **ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের** ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে (২য় ব্যাচ) ভর্তি চলছে। বিএনএমসির ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৮.০০ টা - বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত) ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।

ভর্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইনস্টিটিউট, মঠবাড়ি, উলুখোলা, কালিগঞ্জ, গাজিপুর।
মোবাইলঃ ০১৩২১-১৩৮৭০৬; ০১৬১৮-৮৭৩২৫৩
বি.দ্রঃ ইনস্টিটিউটে আবাসনের (হোস্টেল) ব্যবস্থা রয়েছে।

বিজ্ঞ/১১৫/২৫

বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান

আলবার্ট টুডু: গত ২৪ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ‘পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে’ ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। ২৩ মে শুক্রবার, ডিকনগণ আরাধনা ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এরপর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর অডিটোরিয়ামে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার পল গমেজ, ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা, ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও, ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, আধ্যাত্মিক পরিচালক, ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু, ফাদার সুজন কর্ণেলিউস গমেজ এবং অন্যান্য ফাদারগণ, সিস্টারগণ, সেমিনারীয়ানগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ মে, শনিবার খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ১৫ জন সেমিনারীয়ান ভাই ডিকন/পরিসেবক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক লাভ করেন। (আলবার্ট বকুল ক্রুশ, অনু যোয়াকিম গমেজ, জেভার্স গাব্রিয়েল মুরমু, জয় ইগ্নেসিয়াস হাজরা, মাইকেল হেম্ব্রম, মিঠুন মাথিয়াস এক্কা, অলিভার অলক বিশ্বাস, রথু জন সরকার, রতন রিচার্ড লিভুয়ার, রূপক আইজেক রোজারিও, শাওন আন্তনী রোজারিও, সনেট থিওটোনিয়াস কস্তা, তপন দাস, তন্ময় যোসেফ কস্তা এবং উজ্জ্বল কনস্টেনটাইন গমেজ)। খ্রিস্টযাগে ফাদারগণ, সিস্টারগণ, সেমিনারীয়ানগণ এবং খ্রিস্টভক্তসহ প্রায় ৩৫০ জনের মতো উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন-বিশপ জের্ভাস রোজারিও। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, তোমরা সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছ সেই কথা তোমরা সব সময় মনে রাখবে। তোমাদের কাজ হবে মণ্ডলীর হয়ে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা, প্রার্থনা করা নিজেদের জন্য এবং ঐশজগণের জন্য; যাতে ঈশ্বরের সাথে ও তাঁর সান্নিধ্যে তোমরা বাস করতে পারো”। তিনি আরোও বলেন, “তোমরা সকল জাতির মধ্যে যিশুকে প্রচার করবে তোমাদের জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে। এই জন্য আমাদের আরোও ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার প্রয়োজন।

পরিশেষে, সকলের শুভেচ্ছা বিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বারোমারী ধর্মপল্লীতে বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি’র পালকীয় সফর

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং: ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি গত ১৭ ও ১৮ মে ২০২৫ তারিখে বারোমারী সাধু লিও’র ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফর সম্পন্ন করেন।

১৭ মে, শনিবার বিকেল পাঁচটায় বারোমারী ধর্মপল্লীতে পৌছঁলে বিশপ মহোদয়কে মান্দি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। এ সময় ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ, ক্যাটেখিস্ট, প্যারিশ কাউন্সিল সদস্য ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় এক মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, যেখানে খ্রিস্টভক্তগণ তাঁদের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিশপের সঙ্গে সহভাগিতা করেন।

১৮ মে, রবিবার সকালে বিশপ পল পনেন কুবি বারোমারী সাধু লিও’র গির্জায় মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সেখানে তিনি তাঁর উপদেশে মান্দি জনগণের অতীত ও বর্তমান উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন, “এক সময় এই জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও সরকারি চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। আজ যারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের পেছনে বহু যাজক, সিস্টার, ব্রতধারী ও ক্যাটেখিস্টদের নিঃস্বার্থ সেবা ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। তাঁরা যেমন নিরলসভাবে কাজ করেছেন, তেমনি ঈশ্বরও আমাদের জীবনে সদা কর্মরত থাকেন।”

খ্রিস্টযাগ শেষে বিশপ জাঙ্গালীয়াকান্দা গ্রামে যান। সেখানে তিনি প্রথমে সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য নির্মিত গৃহসমূহ পরিদর্শন ও আশীর্বাদ করেন। এরপর তিনি সাধু অগাস্টিন উপকেন্দ্রে একটি নতুন গির্জা ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পরে গ্রামবাসীরা তাঁকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানান।

দিনের শেষভাগে বিশপ খলিশকুড়া গ্রাম পরিদর্শনে যান। কীর্তন সহযোগে গ্রামবাসীরা তাঁকে বরণ করে নেন। এরপর বিশপ নিজেই পায়ে হেঁটে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে যান এবং বিশেষ করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের খোঁজ-খবর নেন এবং উৎসাহ ও আশার বাণী প্রদান করার মধ্যদিয়ে তার পালকীয় সফরের সমাপ্তি ঘটান।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেমিনার

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি: “খ্রিস্ট জয়ন্তী: আমরা হলাম আশার তীর্থযাত্রী” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ১৬ মে রোজ শুক্রবার রাজশাহী কাথলিক টিচার্স টিমের আয়োজনে রাজশাহী শহরে অবস্থিত বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত প্রায় ২৫ জন কাথলিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য অর্ধবেলা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, সিস্টার, ফাদার ও ব্রাদারদের

জুবিলী বর্ষে শিক্ষক সেমিনার
মূলসুর: "খ্রিস্ট জয়ন্তী: আমরা হলাম আশার তীর্থযাত্রী"
তারিখ: ১৬ মে ২০২৫ খ্রি.
আয়োজনে: ক্যাথলিক টিচার্স টিম, রাজশাহী

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং এর পরপরই উদ্বোধনী প্রার্থনা, ফাদারের সহভাগিতা, ক্রুশের পথ, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও রাতের আহারের মাধ্যমে সেমিনার সমাপ্ত করা হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার সাগর কোড়াইয়া, পরিচালক, খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় সেবা কেন্দ্র। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, "আমরা হলাম আশার তীর্থযাত্রী"। আশার তীর্থযাত্রী হয়ে খ্রিস্টভক্তগণ তীর্থযাত্রা ও ভালো কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মশুদ্ধি করে তুলবে। তাই এই জুবিলী বর্ষে আমরা যেন আশাহত না হই। জুবিলী সবসময় আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। জুবিলী আমাদের মনপরিবর্তন করতে আহ্বান করে। পরিশেষে ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দসহ নির্জনধ্যান পরিচালককে রাজশাহী কাথলিক টিচার্স টিমের এর পক্ষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কারিতাস বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে পরিবর্তন

সেবাষ্টিয়ান রোজারিও

দাউদ জীবন দাশ

অপূর্ব স্রং

রীতা রোজলিন কস্তা

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: ২৩ মে অনুষ্ঠিত কারিতাস বাংলাদেশ এর সাধারণ পরিষদের ১১২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) মি. দাউদ জীবন দাশকে ৯ম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে এবং ১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি কার্যকর হবে। মি. দাশ সংস্থার বর্তমান নির্বাহী পরিচালক মি. সেবাষ্টিয়ান রোজারিও'র স্থলাভিষিক্ত হবেন। মি. রোজারিও বিগত চার বছর যাবত দক্ষতার সাথে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে সংস্থাকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর কারিতাস বাংলাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সেবাদান করে ৩০ জুন অবসরে যাবেন।

মি. দাউদ জীবন দাশ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে কারিতাস খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে এবং জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিতাস বাংলাদেশ এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাধারণ সভায় কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মি. অপূর্ব স্রংকে কারিতাস বাংলাদেশ এর পরিচালক হিসেবে মনোনীত করা হয়। মিস্ রীতা রোজলিন কস্তাকে কারিতাস বাংলাদেশ এর ট্রাস্ট কোর-দি-জুট ওয়ার্কস্ এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে বিশ্ব মা দিবস উদ্‌যাপন

লর্ড রোজারিও: গত ১১ মে, রবিবার বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে মুশরইল ধর্মপল্লীতে বিশ্বের সকল মায়েদের মঙ্গল কামনায় খ্রিস্টযাগ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হয়। ধর্মপল্লীর ফাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও খ্রিস্টভক্তসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। মুশরইল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ বলেন, আমরা আমাদের মায়েদের প্রতি অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কারণ তাদের ভালোবাসার কারণেই আমরা এত সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারছি। কিন্তু আমাদের হয়ে উঠতে হবে আদর্শ মা কারণ শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না সেই মাতৃত্ব ধরে রাখতে হয়।" ধর্মপল্লীর একজন মা রেজিনা বিশ্বাস বলেন, "মা ডাকটি অত্যন্ত মধুর যখন সন্তানের মুখে মা ডাকটি শুনি। আমাদের সকল মায়েদের জন্য প্রার্থনা করবেন যেন আমরা আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করতে পারি।" পরিশেষে, পালপুরোহিত সকল মায়েদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ও ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় | That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন | Integrated Rural Health and Development

WE ARE HIRING

LAMB is a Christian international organization committed to providing value-based, service-oriented, and high-quality care to everyone, particularly the poor and vulnerable so that they may experience abundant life. We serve God by serving those in need. LAMB runs a well-managed 100-bed hospital, community health development program, research initiatives, an English-medium school, training and a nursing & midwifery institute. Our services reach over 6.3 million people in Northwest Bangladesh.

We invite applications from professionals with a strong passion for excellence.

Position

- **Assistant Headmaster** (1 Male/Female)
- **Teacher / Teacher Trainee** (1 Male/Female)
- **Instructor** (3 Male/Female)
- **Senior Medical Officer Medicine or Registrar** (1 Male/Female)

SEND YOUR CV
hrjobs@lambproject.org **or** HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh

FOR MORE DETAILS VISIT OUR WEBSITE
www.lambproject.org

বিপ্র/১১৬/২৫

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "কারিতাস বাংলাদেশ" - এর "বারাকা" প্রকল্প সমূহে নিম্নলিখিত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশু ও মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (পুরুষ ও নারী) প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন।

ক্রম	পদের কর্মস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি	অন্যান্য যোগ্যতা
১।	পদের নাম ঃ ম্যানেজার (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ/নারী) বয়স ঃ ৫০ বৎসর (সর্বোচ্চ) বেতন/ভাতা ঃ আলোচনা সাপেক্ষে কর্ম এলাকা ঃ সাভার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সমাজ কল্যাণ, এম.এস.এস, ব্যবসায় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, জনপ্রশাসন, অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২-৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • দাতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, সভা, প্রকল্প প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য দাতাদের সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম। • কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক, আর্থিক এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং দল গঠনের ক্ষমতা; • কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মীদের অনুপ্রাণিত, পরামর্শ এবং গাইড করার ক্ষমতা; • চমৎকার যোগাযোগ এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা; • বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাবলীলতার পাশাপাশি লিখিত এবং মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা; • সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়নে দক্ষতা থাকতে হবে; • দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে উর্ধ্বতন নেতৃত্বকে সহায়তা করা; • কম্পিউটার ও মাইক্রোসফ্‌ট অফিস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে পারদর্শিতা থাকতে হবে।
২।	পদের নাম ঃ সহকারী হিসাব কর্মকর্তা (স্থায়ী) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ/নারী) বয়স ঃ ২২-৩৫ বৎসর শিক্ষানবিশ কাল ঃ ৬ মাস বেতন/ভাতা ঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ২৫,০০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ সাভার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বানিজ্যে স্লাতক/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • টালি সফ্‌টওয়ার চালনায় এবং ভ্যাট/ট্যাক্স প্রদান সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৩।	পদের নাম: সহকারী মাঠ কর্মকর্তা (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ/নারী) বয়স ঃ ২২-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতাঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৬,৫০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ বাবুবাজার সংলগ্ন এলাকা, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইচ. এস. সি/ স্নাতক।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • সমাজের সকল শ্রেণীর (বিশেষভাবে ঃ শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত) সামাজিক নেতা, স্কুল শিক্ষক, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার দক্ষতা, সাহস এবং মানসিকতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৪।	পদের নাম ঃ প্যারামেডিক (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (নারী/পূরুষ) বয়স ঃ ২২-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতাঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৮,০০০/- টাকা কর্ম এলাকা ঃ বাবুবাজার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং/প্যারামেডিক।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৫।	পদের নাম ঃ প্রজেক্ট এনিমেটর (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ) বয়স ঃ ২২-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতা ঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ সাভার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইচ.এস.সি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।

১। জীবন বৃত্তান্তসহ দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার সহ ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীর নিজের মোবাইল নাম্বার সহ সাদা কাগজে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবরে আগামী ১৬-৬-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের এর মধ্যে নিম্নোক্ত Email /ঠিকানায় পরিচালক, বারাকা বরাবর পাঠাতে হবে। ২। আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই (ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি (খ) জাতীয় পরিচয়পত্র ও চারিত্রিক সনদ পত্রের সত্যায়িত কপি (গ) অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (ঘ) সদ্যতোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। ৩। চাকুরীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র তাদের আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে। ৪। কোন প্রকার ব্যক্তিগত বা কারো মাধ্যমে যোগাযোগ/সুপারিশ প্রার্থীদের অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে। ৫। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। ৬। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে এবং এর জন্য কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না; উক্ত প্রতিষ্ঠানে আবেদনে কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট্ কিংবা জামানত প্রয়োজন নেই। ৭। ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। ৮। কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

পরিচালক, বারাকা
গ্রাম : কমলাপুর, বিরুলিয়া রোড, ধরেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ০১৮১৮ ৪২ ১৫ ৪৩
Email: info@baracabd.org
or
somudra@gmail.com

বিপ্র/১১৩/২৫

'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত :-

Francis D' Cruze
জন্ম: ১১ আগষ্ট ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী, বড়-বাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১২টি বছর। কিন্তু বাবা, তোমার অস্তিত্ব তোমার অনুপস্থিতিতে আরো বেশী জাগ্রত ভাবে মনটা কাঁদে বারে বারে। তোমার জীবনদ্দশায় তুমি যে ছিলে আমাদের কতটা আপন, কতটা নিরাপদ আশ্রয় আর ভালবাসার মহাসমুদ্র, তা হয়তো বা অনুধাবন করতে পারবো না। কিন্তু আজ বুঝি তুমি যে ছিলে আমাদের ত্রিভূবনের বিশাল এক ছাতার মত। বাবা আজ তুমি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু থাকবে তোমার স্মৃতি, যতদিন বেঁচে থাকবো এই নশ্বর ধরায়।

বাবা তুমি আজ ধরাধামের সুখ-দুঃখ, রোগ-জ্বরা উত্তীর্ণ করে, পিতা-পরমেশ্বরের পরম করুণাময়ের স্বর্গধামের এক গর্বিত বাসিন্দা। আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো যেন, একদিন আমরাও তোমার সাথে স্বর্গধামের বাসিন্দা হতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
ছোট মেয়ে-পারভিন রোজারিও
Sydney-Australia

বিজ্ঞ/১১০/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 18
Regd. No. DA-33
✦ 1 - 7 June, 2025, ১৮ - ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

মমতাময়ী মায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

মা: প্রয়াত মার্টিনা ক্রুশ
জন্ম: ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হারবাইদ, পূবাইল, গাজীপুর

“মরণ
সাগড় পাড়ে,
তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি”

স্বর্গের অনন্ত যাত্রার বাবার ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

বাবা: প্রয়াত গোলাপ ক্লেমেন্ট রোজারিও
জন্ম: ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুলাই, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হারবাইদ, পূবাইল, গাজীপুর

প্রিয় বাবা ও মা,

আমাদের ছেড়ে আজ তোমরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেলে। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে, আমরা যদিও তোমাদের হারিয়েছি, তবুও তোমরা রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার সেই কষ্টগাঁথা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন স্বার্থক মা হয়ে আমাদের মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে তোমাদের স্মরণ করি। তোমাদের রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তোমরা আছো আনন্দলোকে, পরম পিতার সান্নিধ্যে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা ও বাবা, তোমাদের জীবনাদর্শে আমি যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমাদের নাতিকে সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

তোমাদের আদরের ছোট মেয়ে এবং পরিবারবর্গ
রত্না রোজারিও
ও নাতি: রেইন লেনার্ড রোজারিও
নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা

বিপ্র/১০৭/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org